স্মৃতি-কণা।

(নানা বিষয়িণী কবিতা)

স্বর্গীয়া পঙ্কজিনী-বিরচিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

৬নং কলেজ-স্কোয়ার, সাম্য-যন্ত্রে,
শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০৮।

 মূল্য ৵০ দশ আনা।

সূচীপত্র।

বিষয়।			পৃষ্ঠা।

ভূমিকা।

মঙ্গলময় বিধাতার বিচিত্র জ্ঞান-কৌশলে অভিনব সৌন্দর্য্য এবং স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য লইয়া মানুষ মাত্রেই জগতে জন্মগ্রহণ করে। আমাদিগের এই পুস্তকের রচয়িত্রী বালিকা পঙ্কজিনীও বিধাতার বিচিত্র সৃষ্টির এক অঙ্গরূপে মানবজীবনের অভিনব সৌন্দর্য্য এবং স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য লইয়াই পৃথিবীতে আসিয়াছিল, এবং তাহার সেই অল্পকাল-ব্যাপী সুন্দর জীবনের সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া, বিধাতার উদ্দেশ্য সাধন করিয়া, পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছে পুণ্যশীলা পঙ্কজিনী হৃদয়-মনের যে বিচিত্র সৌন্দর্য্য লইয়া আসিয়াছিল, তাহার জীবন, তাহার চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, তাহার আত্মীয় এবং পরিচিত ব্যক্তিরা সেই সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। এই বালিকার জীবনের যে মহান্ উদ্দেশ্য ছিল, ইহার হৃদয়-মনে যে গভীর সৌন্দর্য্য লুক্কায়িত ছিল, সে উদ্দেশ্যের সামান্য পরিচয়, সে সৌন্দর্য্যের আভাসমাত্র তাহার লিখিত কবিতাগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়

পঙ্কজিনীকে আপনার বলিতে পারিয়া, পঙ্কজিনীর মত পুণ্যশীলা বালিকাকে স্নেহ করিতে পারিয়া, পঙ্কজিনীর লিখিত

কবিতাগুলি সাধারণ্যে প্রচার করিবার জন্য যত্ন করিবার সুবিধা পাইয়া, আমি আপনাকে পরম সুখী মনে করিতেছি। পঙ্কজিনীর লিখিত কবিতাগুলির মধ্যে তাহার জীবনের যে মহত্ত্ব, তাহার হৃদয়মনের যে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি, হতভাগ্য বঙ্গভূমির অজ্ঞানাচ্ছন্ন অন্তঃপুরে, বিশেষতঃ বালিকা-জীবনে সেরূপ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। জীবনে মহান্ উদ্দেশ্য লইয়াই পঙ্কজিনী এ সংসারে আসিয়াছিল বসন্ত-সমাগমে গিরিগুহা-সন্নিহিত অরণ্যানী হইতে বধূসখী যেমন বঙ্গের সমতলক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, "বউ কথা কও" বলিয়া পতিত বঙ্গদেশের অজ্ঞানাচ্ছন্ন পুরবালাদিগকে জীবনের মহাব্রতে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়া অল্পকাল পরেই চলিয়া যায়, পঙ্কজিনীও সেইরূপ স্বদেশীয় যুবক-যুবতীদিগকে মানব জীবনের মহান্ লক্ষ্য নির্ভরশীলতা, নিস্পৃহতা, এবং পরার্থপরতার উপদেশ দিয়া, স্বর্গীয় দূতের মতই ষোড়শবর্ষ বয়সের অবসানে পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছে।

মানুষের মহত্ত্ব, মানবজীবনের উচ্চতা, মানবাত্মার অমরতা, মানবাত্মার উন্নত ও পবিত্র লক্ষ্য পঙ্কজিনী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল। পঙ্কজিনীর অন্তঃকরণ এই জন্যই সংসারের অতীত স্থানে অবস্থিতি করিত সাংসারিকতা ও বিলাসিতা প্রভৃতিতে তাহার উন্নত চরিত্র স্পর্শও করিতে পারিত না। পঙ্কজিনী এই জন্যই অনেক সময়ে সমবয়স্কাদিগের সঙ্গে মিশিত না জীবনের দায়িত্ব-জ্ঞানের ভারে সে প্রায় সর্ব্বদাই চিন্তা-ভারাক্রান্ত থাকিত। আত্মার অমরত্বে এবং পরলোকে তাহার এমন উজ্জ্বল বিশ্বাস ছিল যে, সে যেন বর্ত্তমানে ঔদাসীন্য প্রদর্শন

করিয়া, আশান্বিত চিত্তে ভবিষ্যতের দিকেই চাহিয়া থাকিত। রোগ, শোক ও মৃত্যুভয়ে সংসারের লোক ভীত, কিন্তু এরূপ অকিঞ্চিৎকর ভয়-ভাবনার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াই যেন পঙ্কজিনী তাহার কবিতার এক স্থানে বলিয়াছে,—

"আমি যে মরিব, তাহা শুনে হাসি পায়,
সত্য বটে একদিন, ধুলায় হইবে লীন
আমিত্ব, ক্ষুদ্রত্ব সহ ধূলিময় কায় ;
উহাতো মরণ নহে, উহারে নরত্ব কহে,
উহারে গণেনা কেহ মরণ সংজ্ঞায়।"

মানবজীবনের স্বাভাবিক উচ্চতার জ্ঞান পঙ্কজিনীর চরিত্রে এমনই অনুপ্রবিষ্ট ছিল যে, তাহার জন্যই পঙ্কজিনী সাধারণ মানুষের মত পৃথিবীর ক্ষণভঙ্গুর সুখসম্পদের প্রয়াসী ছিল না। পঙ্কজিনী এক স্থানে বলিয়াছে,—

"দুঃখপূর্ণ এ ধরায় কি চাহিব হায়!
সব হেথা ক্ষণতরে,—
কুসুম তরুতে দোলে, চপলা বারিদ-কোলে,
জলেতে বুদ্বুদ আর বাসনা অন্তরে।"

আর এক স্থানে বলিয়াছে,—

"আমার হৃদয়
জানি আমি সর্ব্বক্ষণ দেবের আলয়।"

পঙ্কজিনীর কবিতা পাঠে দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মচিন্তা পঙ্কজিনীর জীবনগত, চরিত্রগত ছিল। ভগবানের নিকটে পঙ্কজিনী প্রার্থনা করিয়াছে,—

হে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-রাজ, রাজ মোর হিয়া মাঝ,
পাছে পাছে থাকি যেন যথা থাকে ছায়া,
সমর্পিয়া তবপদে ধন মান কায়া।”

ভগবানের মঙ্গল-বিধানে পঙ্কজিনীর অটল বিশ্বাস ছিল, পঙ্কজিনী বলিয়াছে,—

“দূর কর বিপদেতে সবে দীর্ঘশ্বাস নয়নের জল,
মঙ্গলময়ের সাম্রাজ্যেতে সুখে দুঃখে হয় সুমঙ্গল।”

পরসেবা ও পরার্থপরতা পঙ্কজিনীর চরিত্রের এক প্রধান লক্ষণ ছিল পঙ্কজিনীর শ্বশুর বন্ধুবর কুমুদ বাবুর নিকটে শুনিয়াছি, আত্মসুখ উপেক্ষা করিয়া পরকে সুখী করিতে পারিলেই পঙ্কজিনী পরম সুখী হইত। গুরুজনগণ এবং স্নেহাস্পদবর্গ সকলকেই যত্ন ও সেবা করিয়া, পরিবার মধ্যে পঙ্কজিনী দেবী বলিয়া আদৃত হইয়াছিল। পরসেবা পঙ্কজিনী জীবনের মহাব্রত মনে করিয়াছিল, স্বদেশীয়দিগকেও সেই ব্রতেই উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষাতে পঙ্কজিনী এক স্থানে বলিয়াছে,—

“এ মহান্ কর্ম্মযুগে সকলে উঠেছে জেগে,
তোমাদেরে ঘেরে আছে অজ্ঞান-আঁধার!
ঘুমায়োনা আর।
সাহসে বাঁধিয়া বুক, ত্যায়াগিয়া স্বার্থসুখ,
পর উপকারে হৃদি ঢাল একবার,
ঘুমায়োনা আর।”

প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরা আপনাদিগকে বিশ্বসংসারের অঙ্গরূপেই অনুভব করিয়া থাকেন তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে যদি উন্নত কবিত্বের মিশ্রণ থাকে, অতীন্দ্রিয় সুখস্পৃহা প্রাণগত থাকে, তাহা হইলেই, জগতে প্রাণ ঢালিয়া দিয়া, অথচ সংসারের অতীত স্থানে দাঁড়াইয়া, সংসারের অতুল শোভা দেখিয়া ভূমানন্দ লাভ করা যাইতে পারে পঙ্কজিনীর উন্নত প্রাণে এরূপ আকাঙ্ক্ষাই জাগিয়াছিল তাই পঙ্কজিনী একস্থানে বলিয়াছে,—

"এ অসীম বিশ্ব-মাঝে আপনারে হারাইয়ে,
এ মহান্ বিশ্বখেলা দেখিব মোহিত হয়ে।"

পঙ্কজিনী যে প্রকৃত কবিত্বশক্তি লইয়া জন্মিয়াছিল, তাহা বলাই অনাবশ্যক। কবি হইলেই তাহাকে সৌন্দর্য্যের উপাসক হইতে হয়। স্বভাবকবি পঙ্কজিনী একস্থানে মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছে,—

"সৌন্দর্য্যের উপাসক, সৌন্দর্য্যের চিরদাস,
সৌন্দর্য্য হৃদয়ে রাখি পূজি বারমাস"

বস্তুতঃ রূপের উপাসক না হইয়া প্রেমের সাধক হওয়া যায় না আর প্রেমের উপাসক হইলেই কেবল, মানুষ শোক-দুঃখ অতিক্রম করিতে পারে প্রেমাস্পদকে সম্বোধন করিয়া পঙ্কজিনী একস্থানে বলিয়াছে,—

"জীবন, মরণ মোর সকলি আনন্দময়,
বাঁচিবারে সাধ আছে, মরণে না করি ভয়"

প্রেমের পূজা করিয়া পঙ্কজিনী স্থায়ী আনন্দ লাভ করিয়াছিল। পঙ্কজিনীর যে মৃত্যুভয় ছিল না, তাহার জীবনেও তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে

নিস্পৃহতা এবং পরসেবা যে পঙ্কজিনীর চরিত্রের বিশেষ লক্ষণ হল, তাহার অন্তঃকরণে যে গভীর স্বদেশানুরাগ অবস্থিতি করিত, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ঢাকা নগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হয়। বঙ্গবাসীদিগকে স্বদেশের সেবাতে সম্মিলিত হইতে দেখিয়া, পঞ্চদশ-বর্ষীয়া বালিকা পঙ্কজিনীর-প্রাণে কত আনন্দ উৎসাহই জন্মিয়াছিল ! সেই উপলক্ষে পঙ্কজিনী যে কবিতা লিখিয়াছে, তাহাতে লিখিয়াছে,—

"জাতিভেদ, ধর্ম্মদ্বেষ ভুলি,
সবে আজি করে কোলাকুলি,
দেশহিত মহাযজ্ঞ করে বসে মাতৃকোলে ;
ভাই ভাই সবে এক ঠাঁই,
(এই দৃশ্য কাহাকে দেখাই !)
এক লক্ষ্য একপণ করি, কত কথা বলে !"

সামাজিক বিষয়েও পঙ্কজিনীর বিচক্ষণ দৃষ্টি ছিল। কেবল দৃষ্টি ছিল না, সামাজিক কুরীতি, কুরুচি ও কর্ত্তব্যহীনতার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিবার জন্য, পঙ্কজিনী যেরূপ তীব্র শ্লেষোক্তি করিতে পারিয়াছে, তাহাতেও তাহার যোগ্যতার কম পরিচয় পাওয়া যায় না। কর্ত্তব্যবিমুখ, অলস, নীতিহীন ও চাকুরিগত-প্রাণ বাঙ্গালির দুর্দ্দশা বর্ণনা করিতে যাইয়া, পঙ্কজিনী একস্থলে বলিয়াছে,—

"শ্রমেতে বিমুখ এরা, (শ্রম করে অসভ্যেরা !)
সভ্য বাঙ্গালিরা শুধু প্রভু লাথি খায় ;
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয় !

আর এক স্থলে বলিয়াছে,—

"ষাট বর্ষে মরে দারা, তবু দারা গ্রহে তারা,
নাহি লজ্জা, বোধ কিম্বা অপমান তায় ;
ওদিকেতে কচি বালা সহিছে বৈধব্য-জ্বালা,
তার তরে ব্রহ্মচর্য্য আছে ব্যবস্থায় ॥"

স্ত্রীজাতির সুখ ও উন্নতির বিষয়ে নব্য শিক্ষিত বাঙ্গালির উদাসীনতা দেখিয়া, পঙ্কজিনী একস্থানে বলিয়াছে,—

আলোকের জীব এরা আলোকে বেড়ায়,
আঁধারের কীট তোরা, তাই দলে পায় ।"

আর একস্থানে বলিয়াছে,—

"কতই বক্তৃতা করে সভায় বসিয়া,
"জীবে প্রেম," "আত্মত্যাগ" বড় কথা দিয়া ;
একটী স্নেহের কথা, না শুনিয়া পায় ব্যথা
যাহারা, তাদের যায় অবজ্ঞা করিয়া ।"

পঙ্কজিনীর জীবনবৃত্তান্ত জানিবার জন্য সকলেরই কৌতূহল জন্মিতে পারে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বিক্রমপুরের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ শ্রীনগর গ্রামের সম্ভ্রান্ত মস্তফী পরিবারে পঙ্কজিনী জন্মগ্রহণ করে। পঙ্কজিনীর পিতার নাম শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র গুহ মস্তফী ; নিবারণ বাবু ঢাকা নগরে ওকালতি কার্য্য করেন। ১৫ বৎসর বয়সে পঙ্কজিনীর বিবাহ হয় বিক্রমপুরের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ বজ্র-যোগিনী গ্রামে শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু বসু মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ আশুবোধের সঙ্গে, পঙ্কজিনীর বিবাহ হইয়াছিল। কুমুদ বাবু পূর্ব্বচক্রের বিদ্যালয় সমূহের আসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টরের কার্য্য

করিতেছেন। বিবাহের পূর্ব্বে পঙ্কজিনী গৃহে ও বিদ্যালয়ে সামান্যরূপ লেখাপড়া শিখিয়াছিল। সুশিক্ষিত পরিবারের কন্যা সুশিক্ষিত পরিবারে পরিণীতা হইয়াছিল, সুতরাং তাহার লেখাপড়ার চর্চ্চা পূর্ব্বাপরই চলিয়াছিল কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধি অপেক্ষা চরিত্রের উচ্চতা এবং স্বাভাবিক কবিত্বশক্তিই পঙ্কজিনীকে আমাদিগের এত আদরের পাত্র করিয়াছে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর পঙ্কজিনীর কাল হইয়াছে; সপ্তদশ বর্ষ বয়স পূর্ণ না হইতেই পঙ্কজিনী জীবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ, এবং ষোড়শ বর্ষ বয়সেই পঙ্কজিনী তাহার প্রায় সমস্ত কবিতা লিখিয়াছে।* সেই জন্যই পঙ্কজিনীর কবিতা যখন সাময়িক পত্রে প্রথম প্রকাশ করি, "বালিকার কবিতা" বলিয়া উহার শিরোনাম দিয়াছিলাম। এরূপ বালিকা যে দেশে জন্মগ্রহণ করে, সে দেশই গৌরব করিতে পারে, সন্দেহ নাই।

আড়ম্বর ও প্রসংশা পঙ্কজিনী ভাল বাসিত না, কবিতা লিখিয়া প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি তাহার ছিল না এই সকল কবিতা লিখিয়া, পঙ্কজিনী তাহার শ্বশুর, শাশুড়ী ও অন্যান্য আত্মীয়দিগকে শুনাইত। পঙ্কজিনীর লিখিত কবিতাগুলি পরিবারবর্গের নিকট অতি নির্ম্মল সুখের কারণ বলিয়া বিবেচিত হইত। বন্ধুবর কুমুদ বাবু পঙ্কজিনীকে কন্যা-নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন, আর তাহার চরিত্রের মাধুর্য্যে, তাহাকে দেবীজ্ঞানে শ্রদ্ধা করিতেন।

* কতকগুলি কবিতার নিম্নে ইংরেজীতে সংক্ষেপে লিখিত হইবার সময় দেওয়া আছে। উহা ঐরূপই পাওয়া গিয়াছে

পঙ্কজিনীর লিখিত কবিতাগুলি তাহার শ্বশুর ও শাশুড়ী প্রভৃতি আত্মীয়গণ অতি যত্নের ধনরূপে রক্ষা করিতে চাহেন ; সেই জন্যই উহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইল। কবিতাগুলির সংশোধনের ভার আমার উপরে দিয়াও কুমুদ বাবু লিখিয়াছেন, "কবিতাগুলির রচনা যতদূর অপরিবর্ত্তিত থাকিতে পাবে, তাহাই করিবেন পঙ্কজিনীর অসাধারণ শক্তি পৃথিবীর লোককে দেখাইবার জন্য এই কবিতাগুলি মুদ্রিত হইতেছে না ; আমাদিগের অতি প্রিয় বস্তুগুলি রক্ষা কবাই ইহার উদ্দেশ্য " কুমুদ বাবুর এই উক্তিতে স্বর্গগত পুত্রবধূর প্রতি তাঁহার কত স্নেহ, আর কত শ্রদ্ধাই প্রকাশ [illegible]ইতেছে। আমিও তাঁহার কথা রক্ষা করিতেই যত্ন করিয়াছি, [illegible] করিলে নয়, তাহাই করিয়াছি। কেবল ভাষার দোষ নিবারণ এবং [illegible] করিয়াছি, আর অধিক কিছুই করি নাই। পঙ্কজিনীর কবিতা নিজ গুণেই আদৃত হইবে, উহাতে অন্যের যত্নের অধিক প্রয়োজন নাই। তরুণ বয়সে পঙ্কজিনী আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহার চিন্তা ও ভাব গুলি এবং তাহার চরিত্রের উচ্চতা ও মাধুর্য্য আমাদিগের নিকটে তাহাকে চিরকাল জাগরূক রাখিবে। পঙ্কজিনীর স্বামীর ইচ্ছানুসারেই পুস্তকের নাম স্মৃতি-কণা রাখা হইয়াছে। আশা করি, পঙ্কজিনীর স্মৃতি তাহার আত্মীয়দিগের প্রাণমন পুণ্য ও পবিত্রতার পথে পরিচালিত করিবে। পঙ্কজিনী আমার নিজ গ্রাম নিবাসী আত্মীয়ের পুত্র-বধূ, পঙ্কজিনী এমন দেবচরিত্রা ছিল, তাহার উপরে পঙ্কজিনী এমন সুন্দর কবিতা লিখিতে পারিত, আমি আশা করিয়াছিলাম,

বয়োবৃদ্ধি-সহকারে পঙ্কজিনী দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিবে। পঙ্কজিনীর অকাল মৃত্যু আমার পক্ষে বড়ই ক্লেশকর হইয়াছিল। বন্ধুবর কুমুদ বাবুর পত্রে পঙ্কজিনীর মৃত্যু-সংবাদ জানিয়া আমার প্রাণে এত ক্লেশ হইয়াছিল যে, প্রাণের আবেগে সেই পত্রের উত্তর দান করিতে পারি নাই। প্রাণের আবেগের কতক উপশম হইলে, পঙ্কজিনীর স্মরণার্থ যাহা লিখিয়াছিলাম, এস্থলে তাহারই কিয়দংশ প্রদত্ত হইল।

বুঝিতে না পারি বিধি, কেন পাঠাইলে
হেন পুষ্প পৃথিবীর পঙ্কিল সলিলে।
সৌরভ শোভায় যার পুষ্কর ভরিলে,
অকালে তারেই বিধি ছিঁড়িয়া লই[illegible]

[illegible]য় কবিতা [illegible]কার কবিতা''

[illegible] দিয়াছিলাম। এরূপ [illegible] দোষ নিবারণ এবং ভাবের সঙ্গতি রক্ষা করিবার জন্যই চেষ্টা করিয়াছি, আর অধিক কিছুই করি নাই পঙ্কজিনীর কবিতা নিজ গুণেই আদৃত হইবে, উহাতে অন্যের যত্নের অধিক প্রয়োজন নাই তরুণ বয়সে পঙ্কজিনী আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহার চিন্তা ও ভাব গুলি এবং তাহার চরিত্রের উচ্চতা ও মাধুর্য্য আমাদিগের নিকটে তাহাকে চিরকাল জাগরূক রাখিবে। পঙ্কজিনীর স্বামীর ইচ্ছানুসারেই পুস্তকের নাম স্মৃতি-কণা রাখা হইয়াছে আশা করি, পঙ্কজিনীর স্মৃতি তাহার আত্মীয়দিগের প্রাণমন পুণ্য ও পবিত্রতার পথে পরিচালিত করিবে পঙ্কজিনী আমার নিজ গ্রাম নিবাসী আত্মীয়ের পুত্র-বধূ, পঙ্কজিনী এমন দেবচরিত্রা ছিল, তাহার উপরে পঙ্কজিনী এমন সুন্দর কবিতা লিখিতে পারিত, আমি আশা করিয়াছিলাম,

তাঁরে তুমি ধরা হতে লইয়া যতনে,
রেখে দেও আপনার পবিত্র চরণে;
তোমারি হাতের পুষ্প পূত পঙ্কজিনী,
আপনার পদে তারে রেখেছ আপনি।
পঙ্কজিনি, মা আমার, সংসার ছাড়িয়া
গিয়াছ বন্ধুর গৃহ আঁধার করিয়া!
সহিষ্ণুতা, প্রীতি আর প্রিয়সেবালয়ে
আছিলে বঙ্গের গৃহে গৃহলক্ষ্মী হয়ে;
পুণ্যের প্রতিমা তুমি, তোমার লাগিয়া
বিষাদে কাতর প্রাণ উঠিছে কাঁদিয়া!
ঠিক যেন শাপভ্রষ্ট দেবকন্যা প্রায়,
কয়টী বৎসর মাগো আছিলে ধরায়;
সকলে করিয়া সুখী দেবত্বের গুণে,
দহিলে মা, অবশেষে শোকের আগুনে!
অশিক্ষায় কুশিক্ষায় অজ্ঞান-আঁধারে,
পড়ে আছে বঙ্গনারী দুঃখের আগারে;
নীচ বুদ্ধি, নীচ সুখ, নীচ প্রাণ লয়ে
পড়ে আছে দেবী যেন পিশাচী হইয়ে!
■ সময়ে পঙ্কজিনি, তোমার মতন
দেখা দিলে দেবকন্যা দুই চারি জন,
হয় মা, সান্ত্বনা বড় তাপিত অন্তরে;
তোমার বিয়োগে মাগো, হৃদয় বিদরে!

পঙ্কজিনি, মা আমার, গিয়ে দেবলোকে
দেবতার সহবাসে থাক তুমি সুখে ;
বিধাতার কাছে এই আমার প্রার্থনা,
আত্মজনে কৃপা করে দিউন সান্ত্বনা।

কলিকাতা,
১লা বৈশাখ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ।

শোক-সন্তপ্ত
আনন্দ চন্দ্র মিত্র।
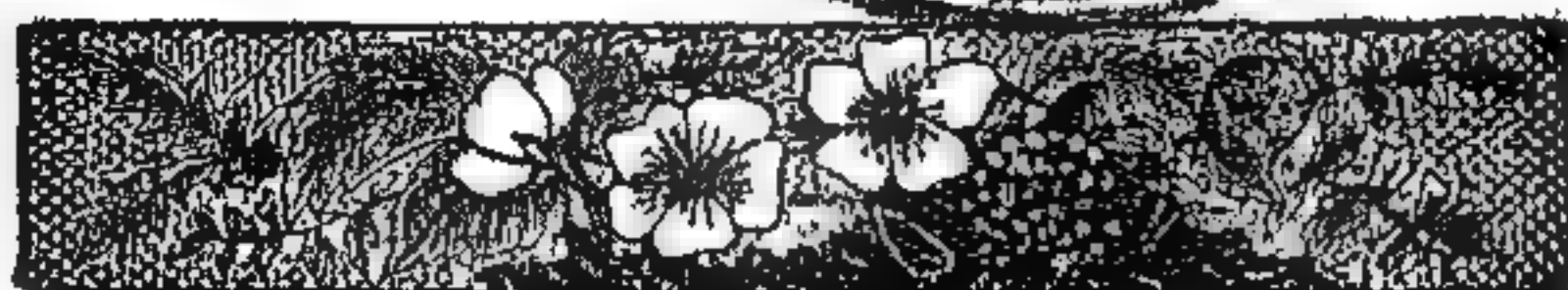
স্মৃতি-কণা।

——:o:——

প্রার্থনা।

দয়াময়, চাহ যদি করুণা-নয়নে,
কর যদি কৃপাদৃষ্টি এ দাসীর পানে,
তবে এ জগতে আর
কি ভয় আছে আমার ?
আমি অতি ক্ষুদ্র দেব, তবুও আমায়
করুণা করিয়া নাথ, রাখ যদি পায়।
হে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-রাজ
রাজ মোর হিয়া-মাঝ ;
পাছে পাছে থাকি যেন যথা থাকে ছায়া
সমর্পিয়া তব পদে ধন, মান, কায়া।

থাকিব সংসার বনে
নিশ্চিন্ত নির্ভয় মনে,
সুধা-দৃষ্টি কর যদি, নাহি ডরি কারে ;
অসহায় কেবা আর বলিবে আমারে ।
তব রাজীব-চরণে
যেন মোর সর্ব্বক্ষণে
থাকে ভক্তি, নিবেদন চরণ কমলে,
সুদৃঢ় বিশ্বাস যেন রহে সর্ব্বকালে।

8th Oct, 97.

যাইব কোথায় ?

এ ধরার খেলা সাঙ্গ হলে,
নাহি জানি যাইব কোথায় ;
মাঝে মাঝে তাই থেকে থেকে
কাঁপে বক্ষ সন্দেহ-শঙ্কায়।
কখনো মরণ ভাল লাগে,
কিন্তু পুনঃ হয় বড় ভয়,—
পাছে মহাশূন্যতার মাঝে
শান্তিহারা ঘুরিবারে হয় !

এ ধরার কঠিন আঘাতে
ভেঙ্গে যবে যায় প্রাণমন,
কে যেন তখন বলে উঠে,—
"মৃত্যুতেই ঘুচিবে যাতন
রহে নর ব্যস্ত শত কাজে,
অকাতরে সহে শোকদুখ,
মৃত্যুপরে শান্তিস্থান পাবে;
এ বিশ্বাসে পূর্ণ করি বুক।
বিপরীত ভাবিতে তাহার,
হৃদয় যে ভেঙ্গে চুরে যায়।
মৃত্যুতেও শান্তি যদি নাই,
তবে থাকি কিসের আশায়?
ভাবি,—মৃত পরিজনগণে
দেখিবারে পাব, স্বর্গে যাই;
বুক ফাটে ভাবিলে এ কথা,
"স্বর্গ মিথ্যা, তারা তথা নাই!'
জীবনে যাতনা [illegible] মত,
মরণেও বিশ্রাম পাবনা।
কি দুঃখ ইহার মত আছে?
এ ভাবনা ভাবিতে পারি না।

কে সন্দেহ ভেঙ্গে দিবে মোর,—
মৃত্যু-পরে যাইব কোথায় ?
লভিব কি চির-শান্তি-সুখ,
অথবা মিশিব শূন্যতায় ?
না, না, স্বর্গ নিশ্চয় যে আছে
চির-শান্তি সুখময় স্থান,
অপ্রেম, অশান্তি, শোক-দুখ
সেথা গেলে হইবে নির্ব্বাণ।

নামের কি গুণ!

আহা! ঐ নামের কি গুণ,
এত দিনে নারিনু বুঝিতে;
আমি তো আপনাহারা আনন্দে পাগলপারা,
গায়ত্রীর সম নাম লেগেছি জপিতে।
সহস্র নিরাশা, অবসাদ
আসি যবে গ্রাসয়ে হৃদয়,
তখনি যে আলো-সম, উদি হৃদে নাম মম
জীবন, জনম মোর সব উজলয়।

হৃদয়ের বিষাদের ভার
কোন দিন মুছিয়া ফেলিতে
সক্ষম হইলে পরে, হইব নামেরি তরে,
পবিত্র মুক্তির পথ পাইব দেখিতে।
সেই দিন—(কোন্ দিন মোর
জানে বিধি, হবে কি এমন।)—
পাব সুখ, প্রেম, শান্তি, ঘুচিবে মনের ভ্রান্তি,
ওই নাম হবে মোর অঙ্গ-আভরণ।
এ সংসার হইবে নন্দন,
গৃহ মোর হবে স্বর্গধাম,
যদি আমি চিরদিন হইয়া অসূয়া-হীন
সর্ব্ব কালে গাই সদা প্রাণারাম নাম।
ক্রমেতে অভাব-পঙ্ক সব
সন্তোষেতে যাইবে ধুইয়া,
এ আমার অন্ধ আঁখি, ওই নাম হৃদে রাখি,
দেখিবে আলোক-রাজ্য হর্ষিত হইয়া।
অবিশ্রান্ত অনাকুল প্রাণে
সুকঠোর সাধনা করিয়া,
এই অনিত্য সংসারে, সুখ তুচ্ছ হলে পরে,
বিশ্বেরে অর্পণ শেষে করিব এ হিয়া।

জগতের দেবতার পদে
এ জীবন দিব বিসর্জ্জন,
দুঃখে, ক্লেশে উদাসীন, সুখে হব স্পৃহাহীন,
করিব অশান্তি মাঝে শান্তিসুধা পান।
মোহ, সংকীর্ণতা পলায়ন
এইরূপে করিবে যখন,
তখন পরার্থ-দ্বারে দিব বলি আপনারে,
আমিত্বে বিস্মৃতি জলে করি বিসর্জ্জন।
স্বরগের হরষের বাশ
রাজিবেক আসিয়া হৃদয়ে,
মহত্ত্ব, ঔদার্য্য তবে প্রাণে অধিষ্ঠিত হবে,
সংশয়ের শত ডোর যাবে ছিন্ন হ'য়ে
সেই দিন পারিব বুঝিতে
সুধাময় নামের কি গুণ,
সঙ্গে সঙ্গে পাব তার, নূতন জীবন, আর
প্রেম, ভক্তি, দয়, ক্ষমা কামনাবিহীন
এ অন্ধ লোচন দ্বয়, হেরিবে বিস্মিত হ'য়ে
বিশ্বের বিচিত্র গতি
মুগ্ধ হয়ে দিবা রাতি,
আলোক জ্বলিবে প্রাণে, অমানিশা-অবসানে

ধরিয়া নূতন রূপ হাসিবে অবনী,
নামের কি গুণ আহা, বুঝিব তখনি।

বিপদে কি ভয়?

বিপদে কি ভয়, বল মোরে?
বিপদের নামেতে হৃদয়
নাহি জানি কেন এ বিশ্বের
অবসন্ন, সন্ত্রাসিত হয়?
অনল কাঞ্চনে দগ্ধ করি
করে তারে উজ্জ্বল যেমন,
বিপদের মাঝ দিয়া নিত্য
দেন বিধি সম্পদ তেমন।
শত্রু ত বিপদ কভু নহে,
চিরমিত্র সে যে মানবের;
জাগায় সে পরদুঃখে দয়া,
দেখায় চরণ উপাস্যের।
ঐশ্বর্য্যের অঙ্কেতে শুইয়ে,
ধনে মানে গরবিত হয়ে,

ভ্রমে নাহি ভাবে নরগণ
কিবা দুঃখ আছে ধরা ছেয়ে।
পতিতের হৃদয় যাতন,
অনাথের দুঃখ-অশ্রুজল
দেখি উপহাসে সুখী জন,
সমদুঃখী বিপন্ন কেবল।
বিপদেতে সঙ্কীর্ণতা দূরে
মোহ সাথে করে পলায়ন,
উদে প্রাণে পরার্থ মহান্,
ভাই বোন হয় জগজ্জন।
বিপদ আসিয়া মানবেরে
বলে যায় "সুখ নিকটেতে,
বিপদ বলিয়া যায় নরে
"ধর্ম্ম পথে হইবে আসিতে"
অন্য কথা ফেলে দিয়ে দূরে,
বলি আমি এক মর্ম্ম কথা,
সুখে হলে রিপুর অধীন,
দুঃখ-মাঝে ফেলেন বিধাতা।
বিপদেতে হৃদয় যাহার
উজলিছে দগ্ধ স্বর্ণ প্রায়,

দূরে যায় ভযে বিপু তার,
উৎসাহে সে লক্ষ্য পানে ধায।
দূব কর বিপদেতে সবে
দীর্ঘশ্বাস, নযনেব জল,
মঙ্গলময়ের সাম্রাজ্যেতে
সুখে দুঃখে হয় সুমঙ্গল।

সে কি ভোলা যায়!

কভু সে কি ভোলা যায়? অতি অসম্ভব
বচন যে ছলিছে পরাণ,
বল "ভুলিয়াছি," ভোল নাই তার এ প্রমাণ
যদি ভুলিয়াছ, তবে কেন বারে বারে
বল, "তাবে গিয়াছি ভুলিয়া"?
সে যে ভস্মাবৃত অগ্নিসম আছে, যায়নি নিবিয়া।
বাখে ভুলাইয়া সংসাব ক্ষণকাল
সুখ, স্বার্থ, আশাবাশি দিয়া,
শেষে অকস্মাৎ শত দুর্ঘটনা ঘটিযা ঘটিয়া,
হৃদে আবাধ্য দেবেরে করে সমুজ্জ্বল
মেঘমুক্ত মিহির যেমন।

আমি তাবে ভোলা বলি, যদি একবারে
বিস্মৃতি সাগরে মগ্ন হয়
সেই দোঁহাকার প্রেম, স্বপ্ন আর বাসনা নিচয়,
শুধু "ভুলিয়াছি" কহিলেই হিয়া হতে
নাহি যায় ছবিটি মুছিয়া,
কেন শুধু চীৎকারিছ "ভুলিযাছি"
এ কথা বলিয়া ?
ইহা অতি অসম্ভব, কেবলি কল্পনা,
হিয়া হতে যায় না মুছিযা,
তবে কারো কি যাতনা হতো কভু
কারে প্রাণ দিয়া ?

7th Aug, 98.

কোথা সুখ ?

প্রণবেব মত হতেছে ধ্বনিত
হৃদয় আবাশ-পরে,
বাসনা, কামনা হয়ে একত্রিত
উঠি উচ্চ তান ধরে।

"কোথা, সুখ কোথা ?" সুগভীর ধ্বনি
নর-হৃদি হ'তে দিবস রজনী
মহান্ আবেগ ভরে,
যুগান্তর হ'তে একই ভাবেতে
শূন্যে হতেছে উত্থিত,
অনাদি প্রণব মহান্ নাদেতে
নাহি বিশ্রামি মুহূর্ত্ত ;
অবিরত সেই সৃষ্টিকাল হ'তে
"কোথা সুখ ?" বলি মানব হৃদয়
হয় ঘন আলোড়িত।
কেহ তো পায়নি, কেহ তো দেখেনি,
কোথা সেই সুখ-প্রস্রবণ,
পাইব আশায় অবোধ মানব
তবুও উৎফুল্ল মন।
তবু উনমত্ত সংসারের কাজে,
তবু মহা আশা হৃদয়েতে রাজে
পাইবারে সুখ-ধন ;
উন্মত্ত আশায় স্ফুলিঙ্গের মত
(কিম্বা উল্কাবা যেমন)
বাধা, পরাজয়, সম্পদ বিপদ

তুচ্ছ করিয়া গণন।
অবহেলা করি শোক দুঃখ শত,
সংসার-সংগ্রামে যুঝি অবিরত
শুধু সুখের কারণ।
দেখে না চাহিয়া মুহূর্ত্ত কখন
পদে দলি যাহাদেরে
ধাইতেছি মোরা সুখের কারণ,
সুখ তাদেরি মাঝারে
বালুসহ স্বর্ণ যথা বিমিশ্রিত,
সেইরূপ দুঃখে সুখ যে পূরিত,
আছে চিরদিন তরে;
সুখ নাহি কভু থাকে বাহিরেতে,
সুখ নব-হৃদালয়ে
বসিয়া করিছে হাস্য কৌতুকেতে
নিজ আদর হেরিয়ে।
নীরবে গোপনে সবার হৃদিতে
সুখের নির্ঝর লাগিছে বহিতে,
ফল্গুসম অন্তঃসলিলা হইয়ে,
আছে সুখ এ জগতে।

সৌন্দর্য্য মহান্।

—০—

সৌন্দর্য্যের দাস আমি, সৌন্দর্য্যই করি ধ্যান,
সৌন্দর্য্য হৃদয় মম, সৌন্দর্য্য পরাণ ;
সৌন্দর্য্যে প্লাবিত ধরা, সৌন্দর্য্যই হয় সার,
যা দেখি, তাতেই দেখি সৌন্দর্য্যের ভাব।

ওই যে ফুটেছে ফুল, গন্ধ করি বিতরণ,
হর্ষপূর্ণ হৃদে দেখি শোভা অতুলন ;
ইহারো মাঝারে আছে অনন্ত চিন্তার লেখা ;
কোথা হতে আসে ধীরে বিষাদের রেখা ?

আকুল নয়ন মেলি, যার পানে যত চাই,
অনন্ত সৌন্দর্য্য তত দেখিবারে পাই ;
অতি ক্ষুদ্র বালুকণা, তবু তার অভ্যন্তরে
অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখি মুগ্ধ অন্তরে।

প্রতিবিম্ব ঈশ্বরের যাহা আছে ধরা'পর,
তাই মহাভাব দেখি সবার ভিতর ;
সকলেই জেনো মোরা সে অনন্ত সৌন্দর্য্যের
ক্ষণস্থায়ী আবরণ হই বাহিরের

যা দেখি, তাহাই হয় ঈশরূপ গৃহদ্বার,
যা দেখি, তাতেই দেখি, মহা চিন্তা ভার ;
তাইতো মোহিত মনে, অনন্ত সৌন্দর্য্যে পূজি,
তৃণদল মাঝে তাই সৌন্দর্য্যই দেখি, খুঁজি।
সৌন্দর্য্যের উপাসক, সৌন্দর্য্যের চিরদাস,
সৌন্দর্য্য হৃদয়ে রাখি পূজি বার মাস।

কি চাহিব ?

কি চাহিব আমি হায়।
যখন যে দিকে চাই,
দুঃখই দেখিতে পাই,
সকলেই বিষাদের গান যেন গায়॥
যেন গো সবার প্রাণ
দুঃখে সদা ম্রিয়মাণ,
হাসিতেও আসে দেখি বিষাদের বায় ;
দুঃখপূর্ণ এ ধরায় কি চাহিব হায়।
সব হেথা ক্ষণতরে,
কুসুম তরুতে দোলে,
চপলা বারিদ কোলে,
জলেতে বুদ্বুদ, আর বাসনা অন্তরে !

রামধনু নভোপরে,
নীহার দুর্ব্বার শিরে,
মূহুর্ত্তেকে যায় এরা ধরা শোভা করে,
কি চাহিব ? সব হেথা ক্ষণেকের তরে।
সবি নির্ম্মম ভীষণ,
শারদ চন্দ্রমা-পানে
চাহিনু মোহিত প্রাণে,
বারিদে লুকালো শশী, নির্ম্মম এমন।
চাতক প্রেমার্দ্র চিতে
চেয়ে রহে মেঘ ভিতে,
প্রতি দানে হয় অগ্নি অস্ত্র বরিষণ।
কি চাহিব ? সকলেই নির্ম্মম, ভীষণ।
হেথা প্রতারণা-স্থান,
বন্ধুভাবে বুকে টেনে,
হৃদে শেষে ছুরি হানে,
বিদ্যুৎ বসিয়া আঁখি, নাশ করে প্রাণ।
মরুভূমে মরীচিকা
মারে নরে দিয়া দেখা,
প্রতারক করে হেথা সন্ন্যাসীর ভান;
কি চাহিব ? এই ধরা প্রতারণা-স্থান।

হেথা দুদিনের পরে
আনন্দ, আরাম, সুখ,
স্বজনের প্রিয় মুখ,
বসন্ত, শারদ নিশা, সৌভাগ্য, যৌবন,
কোকিলের কুহুরব
প্রকৃতির আর সব,
সকলেই ডোবে শেষে ধ্বংস সিন্ধু নীরে।
কি চাহিব ? সব যায় দুদিনের পরে !

12th Sep, 98.

তাই থাকি দূরে।

এ আঁধার হৃদয় অম্বরে,
ক্ষুদ্র তারা শোভা নাহি করে,
তাই থাকি দূরে ;
আমার এ মানস সরসে
নাহি রাজে পঙ্কজ হরষে,
তাই থাকি দূরে ;

আমার এ পরাণ-উদ্যানে
নাহি ফুটে ফুল কোন স্থানে,
তাই থাকি দূরে ;
অনুক্ষণ দেখি আমি ভবে,
আমোদে উন্মত্ত আছে সবে,
তাই থাকি দূরে ,
ভুলে ভুলে আসে মোর হাসি
তোমাদের দেখে হাসি রাশি,
না যাই নিকটে ;
কি জানি গো যদি পাছে হয়
তোমাদের হৃদি দুঃখময়,
তাই থাকি দূরে ;
সুপঙ্কিল দেখি মোর চিত,
হিয়া পাছে হয় কলুষিত,
তাই থাকি দূরে ;
দেখি মোর এই ব্যাকুলতা
তোমরা সকলে পাবে ব্যথা,
তাই থাকি দূরে ;
বিষণ্ণ দেখিয়া সন্ধ্যামত
ভেঙ্গে যাবে মনোরথ যত,

তাই থাকি দূরে ;
শুনে মোর বিষাদের গান,
পাছে হয় ব্যথিত পরাণ,
তাই থাকি দূরে ;
তোমরা সকলে প্রফুল্লিত,
মোর রবি ওই অস্তমিত,
তাই থাকি দূরে।
সদা মোর প্রাণ সশঙ্কিত,
হিতে যদি হয় বিপরীত,
তাই থাকি দূরে ;
তীরাহত চলোর্ম্মির প্রায়,
খিন্নপ্রাণ নিরাশার ঘায়,
তাই থাকি দূরে।

16th May, 98.

হাসিতেই হবে ?

—o:—

কাঁদিতে কি দিবে নাকো তবে ?
অন্তরে অনলরাশি ! বাহিরে অমিয় হাসি
আমার কি হাসিতেই হবে ?

হৃদয়েতে চাপি শত ব্যথা,
কেবল হাসিব আমি সারাটি দিবস যামী,
না কহিয়া দুঃখের বারতা ?
শূন্য মনে, শূন্য প্রাণে মোরে
আমোদে মিশিতে হবে, এ কেমন রীতি ভবে,
দুই ভাব বাহিরে অন্তরে ?
তাই হোক, হৃদয় যাতন
জানাবনা মানবেরে, রাখি হাসি ব্যথা'পরে
নীরবেতে কাটাব জীবন ;
অবশেষে কোন একদিন,
হবে ব্যথা স্তূপাকার, ছিঁড়িবে জীবন-তার,
দুঃখ সবে জানিবে সে দিন।

নিশীথে।

সুগম্ভীরা তারাময়ী রজনী আসিল ধীরে
সমস্ত ভুবন যেন আমায় ধরিল ঘিরে ;
ক্রমেতে উঠিল ফুটে তারাচয় নীলিমায়,
অসংখ্য প্রদীপ যেন উজলিল অমরায় !

বিন্দু বিন্দু আলো তার নেমে আসে এ ধরায়,
আধ আলো, আধ কাল, কি সুন্দর দেখা যায় !
প্রকৃতি সুন্দরী এবে হল ধূসরিত কায়,
ধীরে এসে, ধীরে যেয়ে, মৃদুল আন্দোলে বায় ;
ধ্যানেতে স্তম্ভিত যেন যত মহীরুহ চয়,
পরশি, সমীর ধীরে যায় চলি পেয়ে ভয় !
হরিত গালিচা সম দুর্ব্বাদল সুশোভিত,
বিশাল প্রান্তর মাঝে জ্যোতিঃ রিঙ্গ দল যত
শ্রেণীবদ্ধ হয়ে সবে আলোকিছে বসুধায় ।
অন্য দিকে কি সুন্দর সুনির্ম্মল নীলিমায়
নীরবে চাকিয়া জ্যোতিঃ নীরবেতে নভঃ ফুল
জ্যোতিরিঙ্গ দল পানে চাহি আনন্দে আকুল !
শর্ব্বরী-রূপেতে যেন এই বিশ্ব রচয়িতা
আসিলা ধরায় নেমে, তাই হ'য়ে হর্ষান্বিতা
কর্ম্ম কোলাহল যত ফেলে দিয়ে জলধিতে,
অশান্ত সন্তানগণে শোয়াইলা চারিভিতে,
নীরবতা, গম্ভীরতা লয়ে সহচরী দ্বয়ে,
আরাধিছে বসুন্ধরা পুলকে পূরিতা হয়ে,
প্রেমময় আহা সেই জগদীশে এক মনে,
শিশির বর্ষণ-ছলে যেন অশ্রু বরিষণে ।

চাহিয়া ধরার প্রতি স্নেহ আর্দ্র লোচনেতে,
লতেছেন সুতা কোলে ঈশ অতি যতনেতে।
ভানুর কিরণে দগ্ধ সন্তাপিতা বসুধায়
কোলে করে বসেছেন ঢাকিয়া তাহার কায়;
নিস্তব্ধতা, শান্তি তাই বিরাজে সকল ঠাঁই,
থামিয়াছে ঝিল্লিরব, আর কোন শব্দ নাই।
কেমনে থাকিবে বল অশান্তি, বিদ্রোহ আর?
আপনি আসিল তিনি, যিনি শান্তির আধার।

—o—

দিন গেল!

—o—

দিন গেল, বসে আছি, কিছুই হলো না,
সংসার-প্রান্তর মোর নিতান্ত অজানা;
আসিয়াছি কোন্ কালে,
কোন্ বাসনার জালে
এনেছে সংসারে ধরি নাহিক স্মরণে;
আজি এই দিবাশেষে
নাহি জানি কোন্ আশে
বসে আছি একাকিনী তটিনী-পুলিনে

আসিয়া পূর্ব্বের স্মৃতি গম্ভীর স্বরেতে
কহে সম্বোধিয়া মোরে, "নাহি কি মনেতে,
কত দিন গেল হয়ে,
তবু আছ পথচেয়ে,
কি বলিবে এ জগৎ ভাব না কি চিতে ?"
তাইতো দেখিনু ফিরি অতীতের পানে,
চিন্তাকুল চিতে আর স্তিমিত নয়নে
দেখিলাম আমি হায়,
স্রোতসম কাল যায়,
সে দুর্দ্দম স্রোতে আমি তৃণের মতন
চলিয়াছি ভাসি ভাসি,
তবু কোন্ সুখে হাসি !
তবু কেন চিন্তা স্রোতে নাহি ভাসে মন ?
তবু কেন নাহি অশ্রু নয়নে আমার ?
যখন ডোবে গো তরি, কভু কর্ণধার
চিন্তাহীন নিরুদ্দেশে
তখন কি থাকে বসে ?
দিন গেল, বসে আছি পথের মাঝার।
একদিন সত্য বটে এ পথ আমার
হইবেক শেষ, আছে সন্দেহ কি তার ?

কিন্তু স্বদেশেতে যেয়ে,
জননীর মুখ চেয়ে
জিজ্ঞাসিত হব যবে, "বল বাছা এবে,
জীবনেতে কি কি কাজ,
করিয়াছ বল আজ ?"
কি উত্তর জননীরে দিব আমি তবে।
ভাই বোন সকলেই মা'র কাছে যেয়ে,
অঙ্গুলি নির্দ্দেশি, ভূত কাল পানে চেয়ে,
দেখাবেক হৃষ্ট হয়ে
তাঁহাদের কর্ম্মচয়ে,
হেটমুখে রবো আমি লজ্জা আর ভয়ে ;
দিন গেল, বসে আছি লক্ষ্যহীন হয়ে।

12th Feby, 98

বাসন্তী পঞ্চমী।

—o—
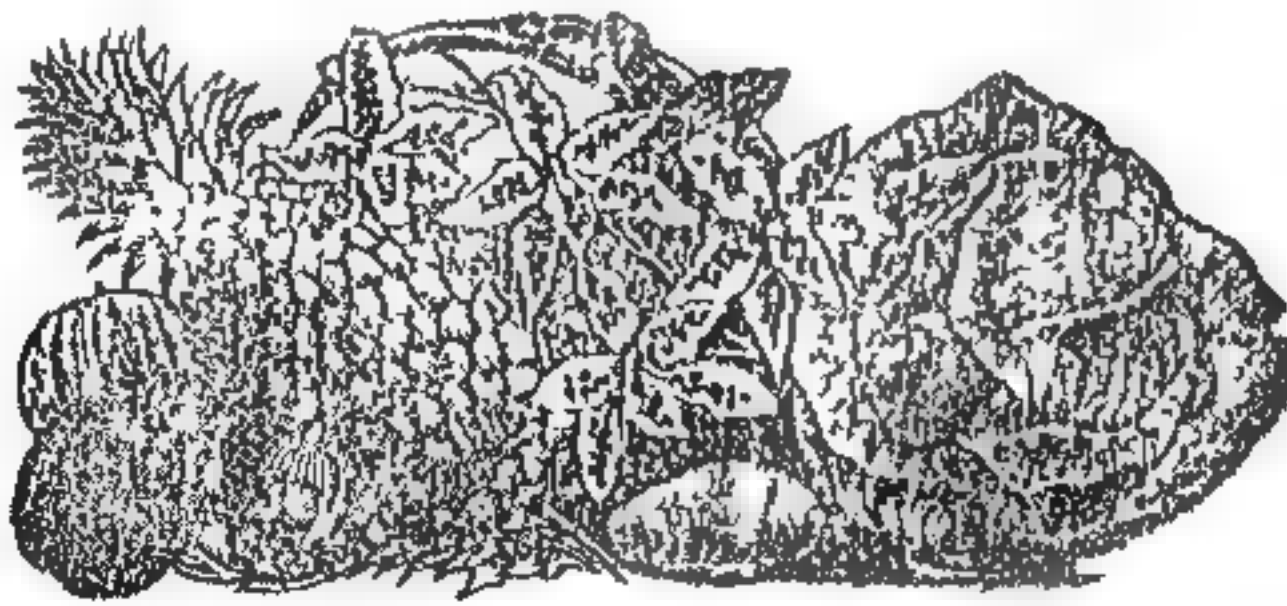
বছরের পরে আজ পবিত্র পঞ্চমী দিনে
ফেলে দিয়ে জীর্ণ বস্ত্র, নব নব আভরণে—
নবীন মুকুল আর দেখ নব কিশলয়ে
প্রকৃতি সাজিছে হেসে ; আনন্দে যেতেছে গেয়ে
বিহঙ্গমগণ ; মরি ! ভ্রমর গুঞ্জন করে
হুলুধ্বনি করে যেন প্রকৃতি মঙ্গল-তরে ;
মলয়-সমীর যেন ঘরে ঘরে কয়ে যায়,—
"আসিছেন বীণাপানি আজিকে এ বাঙ্গলায়।"
মুনি মনোহর বেশে সাজিয়া প্রকৃতি-বালা,
আসিয়াছে পা দুখানি পূজিবারে হে মঙ্গলা।
উপেক্ষিয়ে মারীভয়, দুর্ভিক্ষ, ভূকম্প আর
বিষাদ, বেদনা, শোক ফেলে দিয়ে এইবার
হে ভারতি, দেখ আজ আমোদ উন্মত্ত সবে,
বছরেক ছিল আশে—এ দিন আসিবে কবে।

কত জন কত মতে করিতেছে আবাহন,
শ্বেতভুজে, পূজিবারে আমার আছে যে মন।
কোকনদ পা দুখানি কিন্তু বল কিবা দিয়ে
পূজিব মা বীণাপাণি ? আমরা বঙ্গের মেয়ে
চির দুঃখাকুলা সবে, হই চির অভাগিনী।
তবে যদি দয়া কর, পূজিবে মা' এ অধিনী
অশ্রু বিন্দু-ভক্তিকণা দিয়ে ওই পদাম্বুজে,
কৃপা করি গ্রহ তাহা, কর দয়া শ্বেতভুজে,
আশীর্ব্বাদ দেও শিরে এ শুভ পবিত্র দিনে,
যায় যেন এ জীবন মা তোমার আরাধনে।

বর্ষশেষে।

— o —

পুরাণ বরষ আজি মাগিছে বিদায়,
লইয়ে বিষাদ-রাশি ওই দেখ যায় ;
ছল ছল দুনয়ান,
প্রাণভরা অভিমান,
গাইছে বিষাদ-গান, ঐ শুনা যায়।
সংসার তাহারে আজ দিতেছে বিদায়।

পাষাণে বাঁধিয়া মন বিদাইছ তারে,
যে জন বারটী মাস কতই আদরে
হৃদে রেখে চুম খেয়ে,
দগ্ধ প্রাণ গান গেয়ে
দিত কত জুড়াইয়ে, কেমনে তাহারে
হে জগৎ, বিদাইছ পাষাণ-অন্তরে ?

এও এসেছিল নব বরষের মত,
নব শক্তি, নবোৎসাহ লয়ে শত শত ;
কতই যতন করে
পূর্ব্বে অভ্যর্থিলে যারে,
অবজ্ঞায় এবে তারে (কি কঠিন চিত !)
বিদাইছ ! যাইতেছে যেন অজানিত।

ঠেলিতেছ পায়, তবু যাইতে না চায় ;
বাতরূপী দীর্ঘশ্বাসে করে হায় হায় !
সাঁজের মৃদুলালোকে
ওই চেয়ে চেয়ে দেখে
প্রাণ অবসন্ন শোকে, যাইতে না চায়,
বসিয়া রজনীরূপে কাঁদিছে হেথায় !

মুগ্ধ এবে সবে যার বাঁশরীর স্বরে,
প্রাক্ বর্ষ এও জেনো কত দিন পরে
শত দুঃখভার লয়ে,
এই মত যাবে বয়ে
বিষাদের গান গেয়ে, তবু কেন নরে
নাহি বুঝে, সুখাশায় কেন ভেঙ্গে পড়ে

নবীনে নবীন দুঃখ থাকিবারে পারে,
শুধু মুখ দেখে কেহ চেনে কি কাহারে ?
মহাকাল ফল-শত
হৃদি ভস্মেতে পূরিত
(শোক দুঃখ শত শত) পারে থাকিবারে,
তবু কেন এ আনন্দ নব বর্ষ তরে ?

এত কি আনন্দ আমি না পাই ভাবিয়ে,
বরং বিষাদে কাঁদ অশ্রু বরষিয়ে ;
ভাব মনে একবার
এক বর্ষ গেল আর
জীবনের সবাকার,দেখ গো ভাবিয়ে—
কোন্ কাজ করিয়াছ ধরায় আসিয়ে।

কোথায় বিষাদে হবে সবাই মগন
বর্ষ বৃথা গেল, ইহা করিয়া চিন্তন,
একি দেখি বিপরীত,
কেন সবে হর্ষচিত ?
সংসারের একি রীত, ভাবে না কখন,
সেও যাবে পুরাতন বরষ মতন,
যার তরে সবে এত আনন্দে মগন।

আশা মরীচিকা।

—০—

বৃক্ষচ্ছায়া বিবর্জ্জিত, কঙ্করেতে কণ্টকিত
প্রান্তর মাঝার,
একাকী চলেছি আমি, সঙ্গে সঙ্গী হেথা বে
নাহিক আমার।
খরতর রবি তাপে পিপাসার্ত্ত, অতি শ্রান্ত
আকুলিত প্রাণে,
চিন্তায় আকুল হয়ে, বসেছিনু ওই খানে
বিরস বয়ানে।

সহসা অনতি দূরে, রম্য পাহাড়ের গায়
শীতল নির্ঝর,
বিচিত্র বিটপী দল, শান্ত ছায়ান্বিত স্থান
দেখিনু সুন্দর!
ধাইলাম ঊর্দ্ধশ্বাসে, শুধু বিশ্রামের আশে
আছিল মানস,
শ্রান্তিহারী তরুতলে, নির্ঝরের জল খেয়ে
কাটাব দিবস ;
আসিয়াছি কত দূরে, তবু দেখি তত দূরে
সে চিত্র শোভন,
রাজিতেছে সেই ভাবে, যত যাই প্রাণপণে,
তবুও তেমন!
আবার বিরষ মনে, বসিনু তেমনি করে
চিন্তায় অলস,
"উঠ, ওই দেখ চেয়ে" পশিল শ্রবণে কার
বচন সরস।
দেখিলাম সচকিতে, মোর অতি নিকটেতে
নির্ঝরের জল,
সে সুন্দর স্থান-পানে আবার ধাইনু দ্রুত
হৃদে পেয়ে বল

একি দেখি। হরি হরি !! আবার তেমনি করি
সে মায়াকানন
যাইতেছে অতি বেগে, যত যাই প্রাণপণে
করে পলায়ন।
কোথা যাব এর পাছে ? চলিলে সহস্র বর্ষ
লাগাল ইহার
নাহি পাব, শুধু, শুধু হবে মোর হায় হায়,
পরিশ্রম সার।
ফিরে যাব কেমনেতে অজানিত পথ দিয়ে
এসেছি এখানে ;
দুকূল হারায়ে, পুন পড়িলাম লুঠাইয়া
হতাশাস প্রাণে।

তাই দলে পায়।

আলোকের জীব এরা, আলোকে বেড়ায়,
আঁধারের কীট তোরা, তাই দলে পায় ;
আবক্ষ ঘোমট টেনে
কেবা কাঁদে গৃহকোণে,
কেমনে জানিবে বল ? হায় হায় হায়।

আলোকের জীব এরা আলোকে বেড়ায়।
এরা কি শুনিতে পাবে,
অন্ধকূপে অন্ধকারে
উঠিছে নিয়ত কার হাহাকার স্বর ?
ইহারা বেড়ায় সুখে পর্ব্বত-উপর।

আকাশে, সলিলে, আর পর্ব্বত-উপরে
নব নব তত্ত্ব যারা আবিষ্কার করে,
এ দিকে বিমূঢ় চিতে
নভোমণ্ডলেব ভিতে
চেয়ে যে অবোধ ভাবে "শূন্য এর পরে,"
সে জনে তাহাবা কৃপা কেমনে বা করে ?

শত কাজে আছে ব্যস্ত স্বদেশীয়গণ,
অনুক্ষণ শোভে হাতে বিজ্ঞান, দর্শন ;
স্বদেশেব হিত-তরে
কতই যতন কবে,
এরা কি শুনিতে পারে তোদের রোদন ?
শত কাজে আছে ব্যস্ত স্বদেশীয়গণ।

সেথা কি পশিতে পারে এদের নয়ন,
যেখানে দুহিতা, মাতা, ভার্য্যা, ভগ্নীগণ
(কূপ-মণ্ডূকের মত
দৃষ্টি সদা আত্মগত)
কি ভীষণ দুঃখ লয়ে জাপিছে জীবন।
সেথা কি পশিতে পারে এদের নয়ন ?

কতই বক্তৃতা করে সভায় বসিয়া,
"জীবে প্রেম," "আত্মত্যাগ", বড় কথা দিয়া ;
একটি স্নেহের কথা
না শুনিয়া পায় ব্যথা
যাহারা, তাদেরে যায় অবজ্ঞা করিয়া,
এদিকে বক্তৃতা করে সভায় বসিয়া

কি দোষ এদের, কেন দূষি নিরন্তর ?
অমানিশা কভু ভালবাসে কি চকোর ?
বুঝি বিধি বিধাতার
সহি হেন দুঃখভার
জীবন কাটাবে কেঁদে অবলা নিকর।
কি দোষ এদের, কেন দূষি নিরন্তর ?

16th Oct, 98.
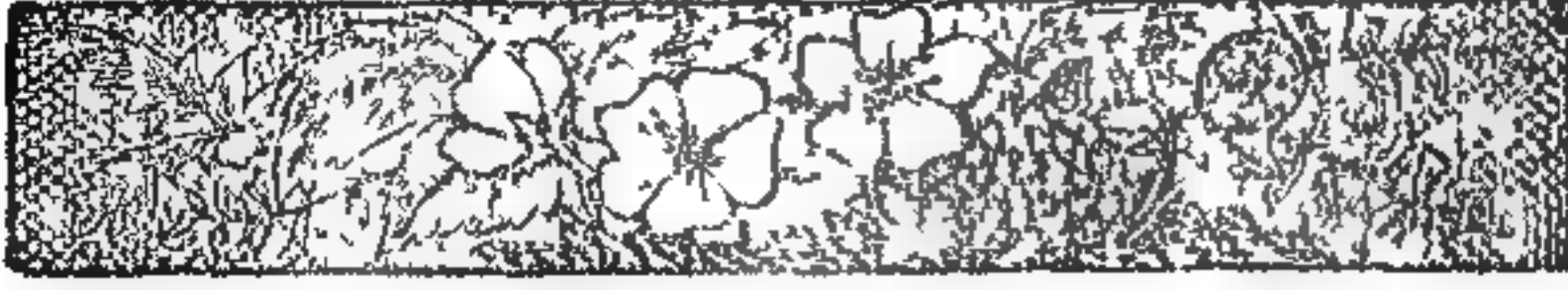
আমি যে মরিব, তাহা শুনে হাসি পায় !
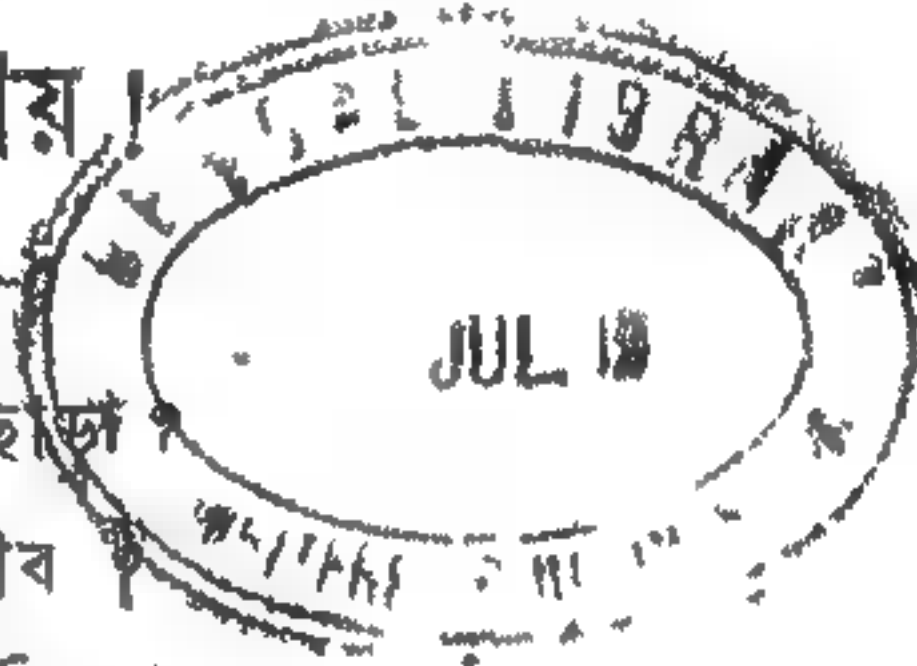
আমি কি ব্রহ্মাণ্ড ছাড়া ?
আমি কি অনন্ত হাব ?
বিশ্বরচয়িতা কিগো গড়েনি আমায় ?
আমি যে মরিব তাহা শুনে হাসি পায় ।

এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পারে
আরো রাজ্য আছে কিবে,
যেখানে যাইব বল ত্যজিযা কায়ায় ?
আমি যে মরিব তাহা শুনে হাসি পায় ।

ক্ষিতি বায়ু জল ব্যোম
বিনে কি শরীর মম
একেবারে যাবে, আর রবে না কোথায় ?
আমি যে মরিব তাহা শুনে হাসি পায় !

আমি কি পৃথক হই ?
সে অনন্ত রেণু বই
কি আর থাকিতে পারে আমার আত্মায় ?
আমি যে মরিব তাহা শুনে হাসি পায়।
কহিলে মরণ কথা,
পিতা করে হেট মাথা,
জননীর দরদর অশ্রু বয়ে যায় ;
আমি যে মরিব তাহা শুনে হাসি পায়।
যবে আশীর্ব্বাদে মোরে
স্বজন স্নেহের ভরে,—
"শত বর্ষ সুখে বেঁচে থাক এ ধরায়,"
আমি যে মরিব তাহা শুনে হাসি পায়।
নশ্বর এ স্থূল দেহ
ত্যজিলে সাধের গেহ,
ভাবে সবে, তার সাথে আত্মা চলে যায় ;
আমি যে মরিব তাহা শুনে হাসি পায়।
মরণ কাহারে বলে ?
বুঝি কে মানবে ছলে,
অনন্তে মিশাবে আত্মা, মৃত্যু বলে তায় ;
আমি যে মরিব তাহা শুনে হাসি পায়।

কভু নাহি হ্রাস ক্ষয়
আমি অচ্যুত অব্যয়,
ক্ষয় যদি হই, তবে বর্ত্তে দেবতায় ;
আমি যে মরিব তাহ শুনে হাসি পায়!
করোনাকো অবিশ্বাস,
এ নহে অসত্য ভাষ,
ঈশ্বরের প্রতিরূপ আমি সর্ব্বথায় ;
আমি যে মরিব তাহা শুনি হাসি পায়!
সত্য বটে একদিন
হইবে ধূলায় লীন
আমিত্ব, ক্ষুদ্রত্ব সহ ধূলিময় কায়,
উহাতো মরণ নহে,
উহাকে নরত্ব কহে,
ক্ষুদ্র নর তার পর অনন্তে মিশায়,
উহারে গণে না কেউ মরণ সংজ্ঞায় ;
আমি যে মরিব. তাহা শুনে হাসি পায়!

এযে দেবালয়।

ছিছি! না বলিস আর, বড় ভয় হয়,
করিব কি অপবিত্র ? এযে দেবালয়।
ছিছি! না বলিস আর, রজস্তম দ্বয়
হেথা হতে থাক্ দূরে, এযে দেবালয়।
ছিছি! না বলিস আর, যেন সদা রয়
এখানে সুনীতি বায়, এযে দেবালয়।
ছিছি! না বলিস আর, ধর্ম্ম মোক্ষ চয়
দিতে পারি এরে যেন, এযে দেবালয়।
ছিছি! না বলিস আর, যেন সদা রয়
পবিত্র নির্ম্মল ইহা, এযে দেবালয়।
ছিছি! না বলিস আর, হয়ে যাক্ লয়
বিলাসিতা এথা হতে, এযে দেবালয়।
ছিছি! না বলিস আর, যেন দূরে রয়
অলসতা প্রতারণা, এযে দেবালয়।

ছিছি! না বলিস আর, হোক সদা ভয়
স্বার্থপরতার প্রতি, এযে দেবালয়।
ছিছি! না বলিস আর, কেমনেতে হয়
এ স্থান কুরুচি-ভূমি? এযে দেবালয়।
ছিছি! না বলিস আর, বিভু সর্ব্বময়
করেন বসতি হেথা, এযে দেবালয়।
ছিছি! না বলিস আর, আমার হৃদয়
জানি আমি সর্ব্বক্ষণ দেবের আলয়।
তাই, কেমনে সে কাজ করি আমি ক্ষুদ্রাশয়,
যাহা কভু দেবতার অভিমত নয়?

কে তুমি?

কে তুমি? বুঝিতে নারি, হল কিবা ভুল!
আকুল হৃদয়মন
ধ্যানে তোমা অনুক্ষণ,
জানি তুমি এ জগতে অতুল, অতুল!
কে তুমি? বুঝিতে নারি, হল কিবা ভুল।
জীবনের যত আশা,
সীমাশূন্য ভালবাসা
সঁপিয়াছি তব পদে জীবনের মূল,

কে তুমি ? বুঝিতে নারি, হল কিবা ভুল !
মহিমা পূরিত মুখ
হেরিয়া উপজে সুখ,
না পাই সন্ধান, তুমি অনন্ত, অকূল !
কে তুমি ? বুঝিতে নারি, হল কিবা ভুল !
শুনিলে একটী কথা,
দূরে যায় মনোব্যথা,
নীরবে উন্মোচ আসি বিষাদের মূল,
কে তুমি ? বুঝিতে নারি, হল কিবা ভুল !
তুমি যে আরাধ্যতম
উপাস্য দেবতা মম,
বিশ্ব বাঁধা ও চরণে, এই জানি স্থূল,
কে তুমি ? বুঝিতে নারি, হল কিবা ভুল !
ধর্ম্ম, মোক্ষ, চতুর্ব্বর্গ,
তব ভালবাসা স্বর্গ ;
তোমায় হেরিলে ধরা হয়ে যায় ভুল ;
কে তুমি ? বুঝিতে নারি, হল কিবা ভুল ;
উচ্চতায় হিমগিরি,
পূততায় গঙ্গা-বারি,
হও তুমি সৌন্দর্য্যেতে পারিজাত ফুল ;

কে তুমি ? বুঝিতে না'রি, হল কিবা ভুল !
গাম্ভীর্য্যেতে পয়োনিধি,
প্রেমেতে পার্ব্বতী নদী,
নিদাঘের মেঘ সম করুণা অতুল ;
কে তুমি ? বুঝিতে নারি, হল কিবা ভুল !
শারদ চন্দ্রমা-শোভা,
তেজেতে বালার্ক-আভা,
না, না, নাহি কেহ হেথা তব সমতুল ;
কে তুমি ? বুঝিতে নারি, হল কিবা ভুল !
অনন্ত রহস্য তুমি,
কিছুই জানিনা আমি,
মানস, মানস তব আদ্যন্ত সমূল ;
কে তুমি ? বুঝিতে নারি, হল কিবা ভুল !
এই শুধু আমি জানি,
তোমাময় হৃদি খানি,
তোমাতে বসতি করে মোর আশাকুল ;
কে তুমি ? বুঝিতে নারি, হল কিবা ভুল !
যতদিন দেহে প্রাণ
থাকিবেক বিদ্যমান,
আমারি, আমারি তুমি, কব করি ভুল ;

কে তুমি ? বুঝিতে না'রি, হন কিবা ভুল।
সাকার কি নিরাকার
জানিনা দেবতা আর,
প্রত্যক্ষ দেবতা তুমি ? হও অনুকূল ;
এ নহে গো মোহ মোর, নহে মোর ভুল।

2. 12. 98

প্রত্যাখ্যান।

নীরব জীবন সখি, আমি বড় ভালবাসি ;
বিরক্ত করোনা আর, আমার নিকটে আসি।
সরে যাও এথা হতে, এবে এই অভাগার
ফুরায়েছে সুখশান্তি, বাসনা নাহিক আর।
কি জানি গো দগ্ধহৃদি করি যদি দরশন,
শুকাইয়া যায় তব স্নেহ-মন্দাকিনী মন।
আমার বাতাস যদি লাগিলে তোমার গায়,
শুকাইয়া যায় তব কুসুম কোমল কায়।
তাই বলি সরে যাও, এবে নাহি সে হৃদয়,
দুঃখে যাহা ব্যাকুলিত, সুখে হতো হর্ষময়।

এখন লাগেনা ভাল সেই ভাল বাসাবাসি,
মলয় উত্তাপে কায, বিবস ফুলের হাসি।
সাধের নিকুঞ্জ মোর গেছে এবে শুকাইয়া,
উঠে না ললিত স্বরে পিক প্রাতে কুহরিয়া।
আজি আমি শ্রান্ত প্রাণে পথমাঝে আছি পড়ে,
ডাকে নাই স্নেহে কেহ আমার নামটী ধরে;
কাঁদিয়া চেয়েছি ভিক্ষা, কাতরে ধরেছি পায়,
নিরদয় লোক তবু দুপায়ে দলিয়া যায়।
আশাহীন হয়ে মন প্রতিজ্ঞা করেছে ঘোর,
না যাব মানব কাছে, না দেখাব আঁখিলোর
নীরবে বাসিয়া ভাল, নীরবে হইব লয়,
নীরবে সহিব দুঃখ, একাব কিসের ভয়?
তোমারে মিনতি করি, এসনা নিকটে মোর;
কি দেখিবে, কি শুনিবে? সেসুখ রজনী ভোর!
সকলি গিয়াছে চলে, একটী বাসনা আছে,
কোন কিছু ভিক্ষা আর চাবনা মানব কাছে
সকলি গিয়েছে চলে, হৃদে এক সাধ ভায়,—
হাসিব, কাঁদিব বসি যথা কেহ নাহি যায
হৃদয় আমার শুধু একটি প্রার্থনা করে,—
নীরবতা থাকে যেন সারাটি জীবন ভরে।

না পাইব শান্তি তব ও অসার শান্ত্বনায়,
আমার বাঞ্ছিত নিধি মিলিবেনা এ ধরায় !
নীরবে বাসিয়া ভাল, নীরবে হইব লয়,
শুধু এই সাধ মোর মনোমাঝে জেগে রয়।

চাহি না তোমায়।

—— o ——

দিন যায় চলি স্রোতের মতন,
চেয়ে আছি পথ পানে ;
ভগ্ন হৃদে আশা বসিয়া গোপনে,
নিতি কহে মোর কানে,—
"হ'ও না অধীর দেখ ভাবি কিবা
সুখ-স্বপ্ন চমৎকার ,
সে স্বপ্ন ফলিবে, কহিনু নিশ্চয়,
কথা রাখ একবার।"
কুটুম্বিনী সম এসে নব বেশে
নিতি কহে বার বার,
নূতন নূতন কথ নব রাগে
হরিবারে মন আমার।

তাহা নাহি আর ভাল লাগে মোর,
যাহা নাহি কভু ফলে ;
আশা, এবে আমি চিনেছি তোমায়,
রাখিবে আর কি বলে ?
আর না ভুলিব আপাতমধুরে
বুঝেছি এবার আমি ;
কুহকিনী আশা, মরীচিকা সম
ভুলাইয়া মার তুমি ।
চাহি না তোমারে, যাও তুমি চলে ;
চিন্তা লয়ে হিয়া মাঝে
রহিব নীরবে, নিরাশায় লয়ে ;
ইহাই আমারে সাজে
আকাঙ্ক্ষা আমার, নাহি কিছু আর,
জগতের একধারে
থাকিব পড়িয়ে, নিরাশায় লয়ে
চাহি না আর তোমারে
ভুলাতে নারিবে আর কভু মোরে
দেখাইয়ে সুখ-আশা,
তোমার মধুর প্রলোভন যত
বুঝিয়াছি মৃগতৃষা ।

আর কিছু নাহি চাহি এ জগতে,
হতাশ হয়েছি এবে ;
সঁপি বিভু পদে এ পরাণ মম
জীবন চলিয়ে যাবে

1st Novr 97.

উদ্বাহ।

০

শরতের নীলাকাশে
উদি চন্দ্র, হেসে হেসে
বিতরিছে প্রভা আহা অমৃত-নির্ঝর ;
জোছনা মাখান ধরা,
আহা কি সৌন্দর্য্য ভরা।
শেফালি, গোলাপ, বেল শোভে তরুপর।
দয়েল, পাপিয়া বসি
গাইতেছে হাসি হাসি,
কুমুদ আমোদি মন সরসীতে রাজে ;
এই শুভ দিবসেতে
দোঁহে পশে হরষেতে,
দাম্পত্যের প্রেমদ্বারে সুখদুঃখ-মাঝে।

যাচি বিধি, তব পায়,—
প্রেমময় এ দোঁহায়
তুমি সদা বেঁধ পায় সংসার-মাঝারে ;
দিলা পিত বাঁধি করে,
তুমি পিতঃ এ দোঁহারে
দাও বাঁধি প্রেম দিয়ে চিরদিন তরে
এ হৃদয়, সুখ আশ,
এ উদ্যম, অভিলাষ
হে বিভু, সর্ব্বদা যেন থাকে অবিচল ;
যুগল তারকা-মত
দোঁহে যেন অবিরত
প্রেমালোকে সুশোভিয়ে থাকে সমুজ্জ্বল।
থাকে যেন মধুময়
পিতঃ এ নব প্রণয়,
গভীর প্রশান্ত হয়ে জলধি যেমন ;
ক্ষমা, প্রীতি, ভক্তি, ন্যায়
সদা যেন হৃদে ভায়,
পুষ্প সমন্বিত যথা বসন্তে কানন।
যেমন আয়সে টানে
চুম্বক আপন পানে,

সেই মতে ধর্ম্মপথে টেনো সযতনে ;
জ্ঞানালোকে, প্রেমালোকে
উজলিও এ দোঁহাকে,
প্রেমের আদর্শ হয়ে, এরা সর্ব্বক্ষণে,
শান্ত চিত্তে অনুদিন
সংসারে থাকিয়া লীন,
দেখে যেন চিন্তা করি, কর্ত্তব্য মহান্
দিয়ে সৃজিয়াছ নরে,
ভোগ-বিলাসের তরে
সৃজ নাই নর নারী কাহারও পরাণ।

বিদায়।

লইলে বিদায় তুমি প্রভাত-তারকা,
তবে সঙ্গে পুনঃ কি গো হইবেক দেখা ?
চতুর্দ্দশী রজনীর তুই কলা চাঁদ
গেল অস্ত, প্রাণে বড় জাগিল বিষাদ ;
কেন জানি মনে হয়, তুমি কভু আর
ঢালিবে না জ্যোতি বুঝি অন্তরে আমার !

ভুলেছ, কি দূষিব তোমারে ?

—— ০.——
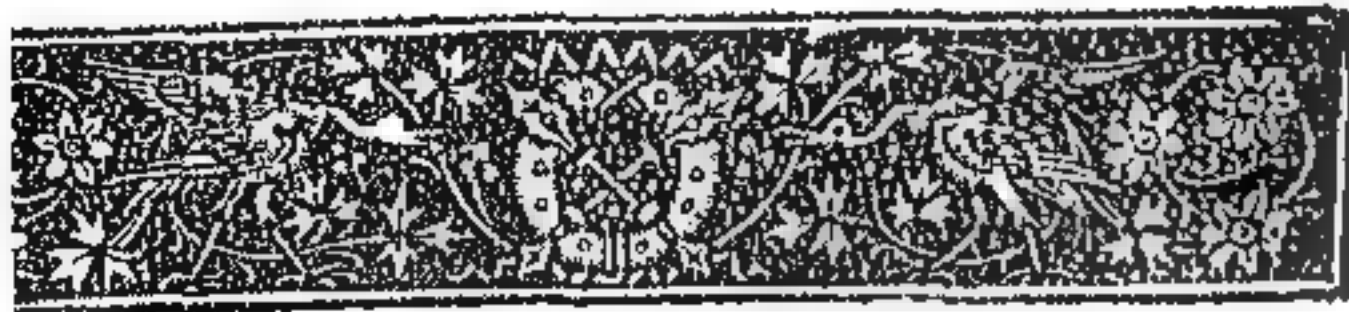
ভুলেছ, কি দূষিব তোমারে ?
মানব স্বভাব এই,
ভুলে যায় সকলেই
দরিদ্র দুর্ব্বল অভাগারে।
হায় ! এই কঠোর সংসারে,
নাহি আর কারো মায়া,
যতনের শুধু কায়া,
হবে যার বিনাশ অচিরে ।।
আছে মানবের প্রাণ জুড়ে
যত আশা, ভালবাসা,
সকলি স্বার্থেতে মেশা।
ভুলেছ ? কি দূষিব তোমারে ?

———

আত্মঘাতিনী।

—— ০ ——

শোভাপূর্ণ ধরামাঝে, কেমনে না জানি,
স্নেহ, প্রীতি তেয়াগিয়ে,
সব সুখ বিসর্জ্জিয়ে,
চলিলেক চির তরে আপনা আপনি।
সেই রবি, শশী, তারা, সুনীল আকাশ,
সেই গৃহ, উপবন,
পরিচিত প্রিয় জন,
সে পাহাড়, সে সরসী, কুসুমের বাস
সমভাবে খেলিতেছে প্রকৃতির কোলে,
আজিও মলয় বায়
যায় জুড়াইয়ে কায়,
পূর্ণিত আজিও বিশ্ব কর্ম্ম-কোলাহলে ;
কোকিল, পাপিয়া আজো জাগ্রত প্রভাতে,
গাইতেছে উচ্চস্বরে
অশ্রান্ত উৎসাহ-ভরে,
আর শত শত পাখী প্রমত্ত সঙ্গীতে ;

সেই মত আঁধারিছে দিবা পর সাঁজে,
তেমতি প্রকৃতি সতী
হাসিতেছে হর্ষমতি,
নরনারী অনুক্ষণ রত শত কাজে;
পূর্ব্বেতে যেমন ছিল, আজিও তেমন
রাজিছে নিখিল হেথা,
সেই সুখ, দুঃখ, ব্যথা,
সেই মত পর্য্যায়েতে বিরহ মিলন,
কেবল জনম তরে কয়টি শিশুর
জগতের সুখাধার
মা'র বাণী, অঙ্ক মা'র
রজনী প্রভাতে হল চিরতরে দূর !
সুখময়ী ঊষা দেখি সুখী গো সবাই,
শুধু খেদে ম্রিয়মাণ
কয়টি শিশুর প্রাণ,
কে দিবে মুছায়ে অশ্রু, জননীতো নাই
শত দুঃখময় ছিল তাহার অন্তর
তুষের অনল প্রায়
পরাণ জ্বলিত হায় !
সে জ্বালা নিবিল আজ বহুদিন পর।

পারিল না কত মত শোভা প্রকৃতির,
শিশুদের চারুমুখ
দিতে এক তিল সুখ,
স্ব ইচ্ছায় গেল ত্যজি অঙ্ক ধরণীর।
অথবা আমার ভুল, পারি না বুঝিতে,
পতিপ্রেমে আত্ম দিয়ে,
গেল ধরা ত্যেয়াগিয়ে,
নীরব প্রেমের একি বিকাশ মহীতে?
যদি গেলে, থাক সুখে সেখানেতে গিয়ে,
প্রাণমন আহ্লাদিয়ে,
জননীর কোলে গিয়ে
ভুলে যাও সব জ্বালা, শান্ত হোক্ হিয়ে।
হে মাতঃ করুণাময়ি, দেখ একবার,
পিশাচের অত্যাচারে
একটি কুসুম ঝরে
পড়িলেক প্রেমময় অঙ্কেতে তোমার।
লওগো কোলেতে তুলি দুঃখী দুহিতায়,
অমৃত বরষি প্রাণে,
সুখ আর শান্তিদানে
দয়া করি দয়াময়ি, তোলগো তাহায়।

—— o.——

29th Dec 97.

বসন্তে প্রভাতে।

— ০ —
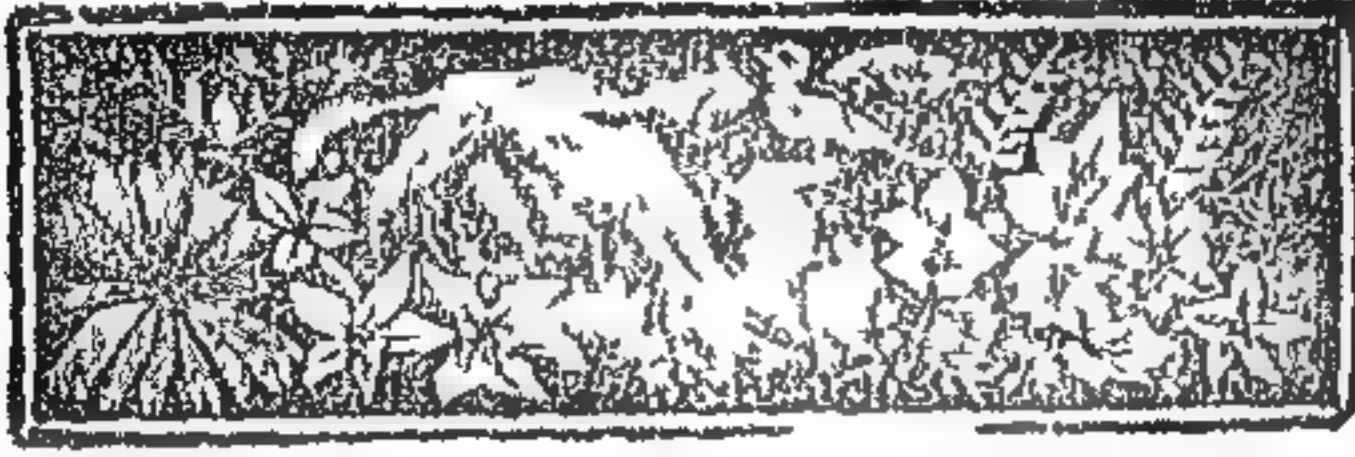
আজি, মাধব প্রভাতে জাগিনু চকিতে,
প্রাণ কেন উঠিল ব্যাকুলি ;
আমি দেখিনু উঠিয়ে, উষাবালা এসে,
রবি আগমন গেল বলি।
অতি হর্ষের সহিত, হয়ে সুবাসিত
উষাপদে করিছে প্রণতি
যত বল্লি, যত তরু, মুকুলিকা চারু
হেলে দুলে হায়রে যেমতি।
চারু মানস সরসে, উর্ম্মিঘাতে হেসে,
পদ্মহংসে করয়ে বন্দন ;
আহা ! প্রভাতসঙ্গীত গাহে অবিরত
সুমধুর স্বরে পাখিগণ ;

তুলে পঞ্চমেতে তান, পিকরাজ গান,
কুঞ্জবনে নবহিয়া ছলি ;
হেরি এ শোভা সকল, শুধু অশ্রুজল
বহিতেছে হৃদয় উথলি।
বনে বেলি, যুঁই, জাতী, ঢেলে দিয়ে ভাতি
ফুটিয়াছে, বন করি আলো ;
তাহে শিশির নিকর, লভি ভানুকর
হচ্ছে মুক্তাসম সমুজ্জ্বল
ঊর্দ্ধে আকাশের কোলে, ভাঙ্গা মেঘ খেলে,
ছোট ছোট শিশুর মতন ;
হায়! এ মধুর প্রাতে, চাতকের চিতে
নাহি সুখ, বিষাদে মগন।
চাহি "ফটিকের জল, ফটিকের জল!"
ঘন ঘন ডাকিছে বিফলে ;
আহ! পরাণ জুড়ায, অসুখ ফুরায়
হেন পূত প্রভাত দেখিলে।
এসে মলয-মারুত বহে অনাহুত,
জুড়াযে দেহাদি সকলি ;
শুধু কেন এসময় উচাটন হয়
মন মোর, সুখ কোথা গেলি ?

ক্রমে হল স্বর্ণময় যত মেঘচয়,
দশদিক্ জ্যোতিতে ভরিল ;
এবে অবতীর্ণ রবি, দেখাতেছে সবি
মনোহব, ধরণী সুন্দর হলো।
দূরে ভেদি ঘনকায়, সুবিপুল কায়
নগগণ আছে সারি সারি ;
চুম্বি তার পদতল, করি কলকল
যাইতেছে বহিয়া নির্ঝরী।
পড়ে বালার্কের কব, হচ্ছে চাকতর,
ঝকমক ঝলসে নয়ান ;
কোথা নাহি অপূরণ, সবি সম্পূরণ,
পরিপূর্ণ শোভার নিদান।
কেন এ সকল দেখে, সুখ নাহি থাকে ?
কিবা দুঃখ, কেমনে বা বলি।
কেন এ নিখিল সম, অন্তরেতে মম
আলোক না উঠিল উজলি ?

শুভদিন।

—— o:——

(ঢাকা নগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন উপলক্ষে।)

কি আনন্দ আজি মা'র বুকে
উছলিত হইতেছে সুখে!
বরষায় সরসীর নীর যেমন উছলে।
শরদের জোছনা যেমন
বিরচয়ে শোভা বিমোহন,
তেমনি যে সুখ শত ধারে আজিকে উথলে।
ফুটি সুখফুল থরে থরে,
দুলিছে আবেগ-বায়ু-ভরে,
জ্বলিতেছে হর্ষদীপ ধীরে হৃদয়ের তলে।
কুসুমের সুরভি-সম্ভারে
ভৃঙ্গ যথা ঝাঁকে ঝাঁকে পড়ে,
সেইরূপ আসে যত ছেলে জননীর কোলে।

স্নেহময়ী স্নেহভরে আজ
ফেলে দিয়ে দীনতার সাজ,
লইতেছে বক্ষপানে টেনে যতেক সন্তানে।
স্নেহফুলে সাজায়ে আনন,
যোগ আকর্ষণের মতন
টানিতেছে স্নেহময়ী সুতে আপনার পানে।
জাতিভেদ, ধর্ম্মদ্বেষ ভুলি,
সবে আজি করে কোলাকুলি,
দেশহিত-মহাযজ্ঞ করে, বসে মাতৃকোলে
ভাই ভাই সবে এক ঠাঁই,
(এই দৃশ্য কাহাকে দেখাই !)
এক লক্ষ্য, এক পণ কবি, কত কথা বলে।
ভুলে গিয়ে স্বার্থ দ্বেষ, যত
বাদী প্রতিবাদী এক মত
আজি এই সভাতলে, স্বদেশ-কারণ
“জয় জয় ভারতের জয় !”
“জয় রাণী ভিক্টোরিয়া জয় !”
ঘন উচ্চারিছে জয়নাদ, সহস্র আনন।
লয়ে এই আনন্দ লহরী,
বুড়ীগঙ্গা কল কল করি,

যাইতেছে শীঘ্রগতি হয়ে, সাগরের পানে ;*
  আজি হেথা সব মধুময়,
প্রতি গৃহ উৎসব আলয়,
প্রতি মুখে হর্ষরেখা রাজে, উৎসাহ পরাণে।
  এক ভাবে সকলের প্রাণে
যেন মৃত সঞ্জীবনী দানে,
দয়ার্দ্র দেবতা সঞ্জীবিত করিছে সবায়।
  ওহে দেব দুর্ব্বল-রক্ষণ,
এ হেন প্রেমের সম্মিলন
যেন সর্ব্ব কার্য্যে, সর্ব্ব কালে বঙ্গে শোভা পায়।

31st June., 98.

* বুড়ীগঙ্গা নদীর তীরে ঢাকা নগর অবস্থিত
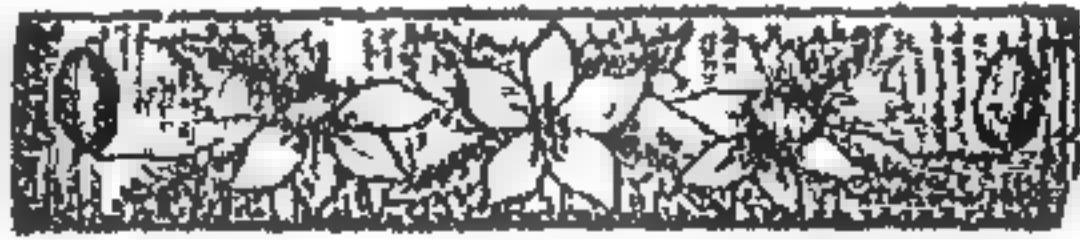
বর্ষায়।

অবিরল বৃষ্টিধারা ঝর ঝর ঝর
পড়িছে গগন হতে ধরণী-উপর ;
জগতের পাপ দেখি, যেন দেবতার
নিরানন্দে অশ্রুরাশি পড়ে অনিবার !
আর্দ্র পাখা পাখীকুল ঝুলায়ে কাঁপিছে,
কাঁপিতেছে বৃক্ষ, ফুল ভূতলে পড়িছে !
দূরে ওই স্রোতস্বতী মন্থর গমনে
চলিছে, গাহিয়া গীত কুলকুল স্বনে।
অলসে অবশ প্রাণ, আজিকে কেবল
মুদি আসে আঁখি, পক্ষি ঘুমেতে বিহ্বল ;
আধ নিমীলিত প্রাণে, বৃষ্টিতে মিশ্রিত
ভাসিয়া আসিছে যত অতীতের গীত।
এই বৃষ্টি, ঝড়, এই পত্র মরমর,
এই বাড়ী, ঘর, এই বজ্র-কড়কড়,
সকলি চলিয়া গেল, অতীতের চিত্র
নয়ন-সম্মুখে ভাসে সুন্দর, পবিত্র।

ভুলে গেনু বর্ত্তমান, অতীত জীবন
(মনে হল) ফিরে যেন পাইনু এখন ;
ভুলে আছি, মোহে কিম্বা আধ স্বপনেতে,
পাইল জগত লোপ নয়ন হইতে।
অকস্মাৎ বজ্রধ্বনি নির্ঘোষিত হয়ে,
কাঁপাইয়ে ধরাতল, হৃদয় কাঁপায়ে,
ভেঙ্গে দিল পূর্ব্বস্মৃতি নিমেষ ভিতরে,
দেখিনু, বসিয়া আমি বাতায়ন প'রে।

—o—

ছিন্ন-কুসুম।

—o—

এ সুন্দর ফুল কেন ভূমিতলে পড়িয়া ?
যখন এবৃন্ত'পরে
ফুটেছিল শোভা করে,
হরিয়া সুবাস, বায়ু ছুটেছিল বহিয়া ;
কে অধম হেনকালে এনেছিল তুলিয়া ?
হায় কেন সে পামর
ভাবিল না একবার ?—
এ চারু সৌন্দর্য্যরাশি রবে নাকো ছিঁড়িলে,
কে বল কামনাবশে তুলিয়াছে এ ফুলে ?

রজনী প্রভাতে আজ
ধরেছে মলিন সাজ,
মধু টুকু গেছে তার নিঃশেষিত হইয়া,
কোমল পাপড়িগুলি পড়িয়াছে ঢলিয়া।
সে কামনা পরিতৃপ্ত,
চায় বুঝি নব নিত্য,
তাই বুঝি অনাদরে ফেলিয়াছে দলিয়া ;
পামরের অত্যাচারে ফুল ভূমে পড়িয়া।
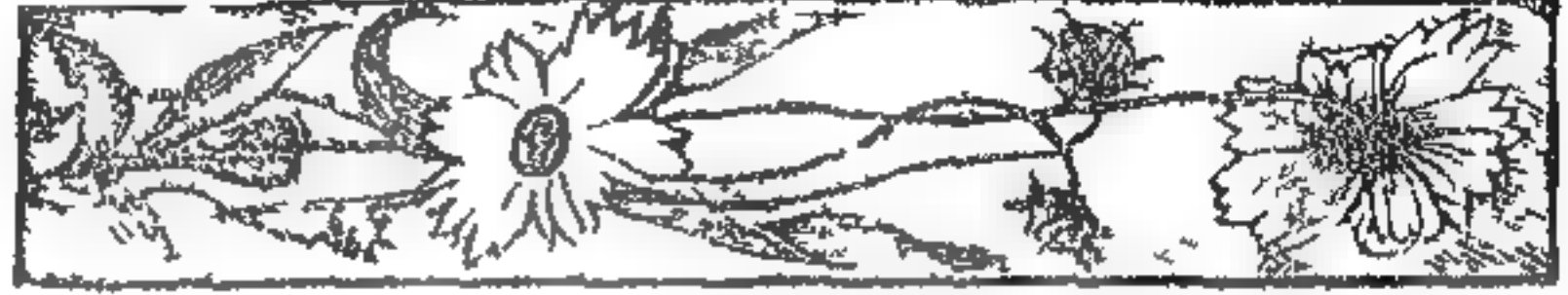
জীবন-রহস্য।

জনম অজ্ঞানে ঢাকা, মরণ আঁধারে রয়;
মাঝে দুটি দিন তরে, ধরা সাথে পরিচয়
সকলে যেতেছে চলে, তবুও বারেক মোরা
ভুলেও ভাবিনা কভূ, যাইব ছাড়িয়া ধরা!
কতই অসীম আশা হৃদয়ে পোষিত হয়,
সসীম জীবন হেথা ধীরে ধীরে হয় লয়।
দীর্ঘকালব্যাপী কত করিতেছি আয়োজন,
জানি না যে অতর্কিতে মৃত্যু করে আগমন।
দুটি দিন তরে আসি, তবু কত স্নেহ প্রীতি।
তবু "পর", "আপনার",। দলাদলি হিংসা-নীতি!!
প্রাণপণে অনুদিন বহি সংসারের কাজে,
আমি কে, এহেন চিন্তা উঠে না হৃদয়-মাঝে!
কেহ তো যাবেনা সাথে, আসিনি কাহারো সনে।
তবুও আমারি সবে, কেন ভাবিতেছি মনে?

দিন দিন কত তত্ত্ব প্রচারিত হয় ভবে,
আমি কে, সন্ধান তার কেব' পাইয়াছে কবে ?
মানবের জ্ঞান কত হইতেছে প্রসারিত,
এ আঁধার যবনিকা হবে নাকো উত্তোলিত।
কেগো তুমি খেলোয়াব বসি কোন্ অন্তরালে,
মানবে ঘিরিছ সদা অনন্ত বিস্ময় জালে ?
বলে দাও একবার, কেন আসে কোথা যায় ?
কেন বা মানব জ্বলে পোড়া আশ, পিপাসায় ?
অন্তরের ধন তুমি, কেন ভাবি দূরতর ?
মরীচিকা ভ্রমে যেন খুঁজে মরি চরাচর!
নাগো, না, চাহিনা আর জানিবারে এসকল,
জলবিন্দু হয়ে মোরা খুঁজি সিন্ধু বাসস্থল।
অনন্তে খুঁজিতে চাহি হযে তার অণুকণা,
আরতো এসব কিছু জানিবাবে চাহিব না।
এ অসীম বিশ্বমাঝে আপনাবে হারাইয়ে,
এ মহান বিশ্বখেলা দেখিব মোহিত হয়ে।

বাঙ্গালীর ছেলে।

—— ০.——

বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়,
নিস্তেজ দুর্ব্বল হিয়া,
প্রলোভনে পদ দিয়
শেষে অনুপায় দেখি, কবে "হায় হায়!"
বাঙ্গালির ছেলে তোবা কে দেখিবি আয়!
যাদের বীরত্ব ঘটা
(মেঘেতে বিদ্যুৎ-ছটা)
কাঁপাইয়া ভুমি গৃহ, পলকে মিশায়।
বাঙ্গালির ছেলে তোবা কে দেখিবি আয়।
লম্ফ ঝম্ফ, হাঁকাহাঁকি,
দেশোদ্ধাবে ডাকাডাকি
সভায় করিয, ঢুকে শৃগাল-গুহায়!
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়!

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অনুপম,
বাক্যে তারা সূর্য্য সম ;
অর্দ্ধমৃত হয়ে যায় যৌবন-উষায় !
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয় ।
কিশোর বয়স কালে
কি জানি কি পাপ ফলে
কলঙ্ক কালিমা কেবা বদনে মাখায় !
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয় ।
সুবিশাল পরিবার
চাহিছে বদনে যার,
বিলাসিতা আসি তারে নাশ করে যায় !
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয় ।
বিজাতীয় ভাষা শিখি,
মায়েরে অসভ্যা দেখি,
অবজ্ঞায় অনাদরে ঠেলে যায় পায় !
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয় ।
ফিরায়ে চিকণ কেশ,
চুরুট ফুকায় বেশ,
ছড়ি, ঘড়ি, চশমাতে কিবা শোভা পায় !
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয় ।

সদাই হুজুগে চলে,
মোহের কুহকে ভুলে,
প্রেম বলে ফণীহার বাঁধিছে গলায় !
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয় !
বিয়ে করে বাল্য কালে,
যৌবনে সন্তান জালে
বিজড়িত হয়ে, শেষে দেখে অনুপায় !
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয় !
কে জানে কি ধাতু দিয়া
গড়া তাহাদের হিয়া,
সাহস, সামর্থ্য খুঁজে নাহি পাওয়া যায় !
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয় !
হীনতায় পূর্ণ বুক,
সহিতে পারে না দুখ,
ননীর পুতুল তারা বাতাসে মিশায় !
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয় !
কদাচারে কাঁদে জায়া,
বাপমায়ে নাহি মায়া,
ভাই বোনে নাহি পাসে স্নেহ-মমতায় ;
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয় !

ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই,
বিসম্বাদ সর্ব্বদাই।
দেখিতে না পাবে তারা কভু একতায়;
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়।
হারায়েছে মনুষ্যত্ব,
ভুলে গেছে নীতিতত্ত্ব,
আত্মসুখ ধর্ম্মকর্ম্ম ভাবে সর্ব্বদায়;
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়।
শ্রমেতে বিমুখ এরা,
শ্রম করে অসভ্যেরা,
সভ্য বাঙ্গালিরা শুধু প্রভু লাথি খায়।
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়
ষাট্ বর্ষে মরে দারা
তবু দারা গ্রহে তারা
নাহি লজ্জাবোধ কিম্বা অপমান তায়।
আছে কি স্বর্গীয় প্রেম তাদের আত্মায়?
ও দিকেতে কচি বালা
সহিছে বৈধব্য জ্বালা,
তার তরে ব্রহ্মচর্য্য আছে ব্যবস্থায়।
বাঙ্গালির ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়।

—o—

6th Aug. 99.

তবে ভেঙ্গে দাও।

—o—

দূর করে ফেলে দাও পদলগ্ন কাঁটা,
পায়ে যাও দলি ;
কারো না লাগিবে ব্যথা, কেহ কাঁদিবে না
"আহা!" "উহু!" বলি।
ভেঙ্গে চুরে যাও তবে ভগন হৃদয়,
কি ক্ষতি কাহার ?
কেহ দেখিবে না চেয়ে, কেহ কহিবে না—
"কি লাভ তোমার ?"
আমাদের দেশে সবে বড়লোকে সেবে
দলে দরিদ্রেরে,
উচ্চ জন-পদে লুঠে, দেখিলে দীনেরে
দূরে যায় সরে।
উঠিলে শারদ শশী দিক্ উজলিয়া,
তারি পানে চায়,

রহে যে আকাশ প্রান্তে ক্ষীণ জ্যোতিঃ ত'র',
কে দেখে তাহায় ?
গোলাপ, কমল, বেলি তুলি সযতনে
রাখি মোরা সবে,
ছোট ছোট বনফুল গৃহ শোভা তরে
কে তুলেছে কবে ?
ভূমিষ্ঠ হইয়া মোরা অশ্বথ বটেরে
নমি ভক্তিভরে,
চলে যাই অনায়াসে কিন্তু পদ রাখি
দুর্ব্বাদল-শিরে
ঊর্দ্ধকর্ণ হয়ে শুনি, গায় যদি গীত
কোকিল, পাপিয়া,
ক্ষুদ্র পাখি গায় কেন ? কে শুনে সে গান ?
যাক্ না থামিয়া
জগতের রীতি এই, দীন হীন জনে
সবে দলে পায় ;
হীন মনে থাকে যদি মহত্বের বীজ,
দেখেনাকো তায়।
কি দোষ তোমার তবে ? যাও, দলে যাও
এ ক্ষুদ্র হৃদয়,

ভগ্নপায এ হৃদয়, আজি একবারে
যেন ভগ্ন হয়।
দূরে যাক্ এ সন্দেহ, আসুক অন্তরে
নিরাশা, আঁধার,
অন্তিম প্রার্থনা মোর এ ভগ্ন হৃদয়
কর চুরমার।

—— o ——

আশা।

জীবনের দুর্গম প্রান্তরে
মাঝে মাঝে পথ হারাইয়ে,
পড়ি যবে অশ্রুসিক্ত মুখে
হতাশ্বাসে ভূমে লুটাইয়ে,
সে সময় কে তুই আসিয়া
বুক হতে সরায়ে পাষাণ,
ঊষর হৃদয় মরুভূমে
কর সবে শান্তি বারি দান?
মরুময় এ জগত-মাঝে
কুহকিনী কে তুই আসিয়া,

ওয়েসিস্ সৃজিয়া তাহায়,
শান্তি স্থান দিস দেখাইয়া ?
এ জীবন ঘোর অন্ধকার,
গর্জ্জে তায় জলদ সঘনে,
চঞ্চল বিদ্যুতালোকে তুই
আলোকিস্ সে তমঃ কেমনে ?
যদিও তা ক্ষণিক স্বপন
ভেঙ্গে যায় মুহূর্ত্তেক পরে,
তবু তোর ক্ষণাশ্বাস দানে
শূন্য প্রাণ উৎসাহতে ভরে।
তোমারি সে কুহক গাথায়
দ্বিগুণ হইয়ে বলবান,
অসীম বাসনারাশি লয়ে,
কার্য্যক্ষেত্রে ঢেলে দিই প্রাণ।
ও ললিত বাঁশরীর তানে
মোহিত অলস চিও মোর,
ক্ষণ তরে আপনা ভুলিয়া
হয়ে যাই সুখস্বপ্নে ভোর।
তখন নয়নে দেখি মোর
এ জগত সুন্দর, শোভন,

ভুলে যাই মরতের জ্বালা,
স্বর্গলোক করিয়া সৃজন!
আশা, তুই না থাকিলে ভবে,
দুঃখপূর্ণ মানব জীবন
অবিরাম নিরাশা, চিন্তায়
না জানি কি হইত ভীষণ!
অপার মহিমা বিধাতার,
তিনিই তো সৃজিলা তোমায়;
ভকতি-বিহ্বল চিতে করি
সহস্র প্রণাম তাঁর পায়।

আমার সুখ।

যদিও ঠেলেছ পায়, বিঁধেছ উপেক্ষা-বাণে,
তবুও পূরিত হৃদি নিয়ত তোমারি ধ্যানে।
তবুও হৃদয়ে মোর ত্রিদিব, বসন্ত ভায়,
শত মন্দাকিনী-স্রোত তর তর বয়ে যায়।
বলিতে কি হবে আরো? গেয়ে তব প্রেম গীত,
সদাই আনন্দ, হর্ষ প্রাণে মোর বিরাজিত।

তোমায় বাসিয়া ভাল দেখি ধরা মধুময়,
কত সাধ, কত আশা প্রাণে মোর উপজয়।
কাঁপিবে না প্রাণ আর শত বজ্র তিরস্কারে,
জগৎ ঠেলিলে পায়, পড়িবে না অশ্রু ঝরে।
নির্ভয় অন্তর আজ, ডরিনাকো শোকরোগে,
ভুগিব না কর্ম্মভোগ, ডুবেছি অমৃত-যোগে।
জীবন-মরণ মোর সকলি আনন্দময়,
বাঁচিবারে সাধ আছে, মরণে না করি ভয়।
এ সকল প্রিয়তম, পেয়েছি তোমারি তরে,
পায়েতে গিয়েছ ঠেলে, প্রাণেতে অমৃত ভরে।
হাসিছ বিদ্রূপ-হাসি। কেমনে বুঝিবে তুমি,
আত্ম দিয়ে কত সুখ আজ লভিয়াছি আমি?
চাই না ও সুধাহাসি, না চাই আদর রাশ,
পরিতৃপ্ত মন মোর, কিছুরই করি না আশ।
প্রিয়তম, তোমা আমি ভাল বাসিয়াছি বলে,
আমার মতন সুখী নাই আজ ধরাতলে।
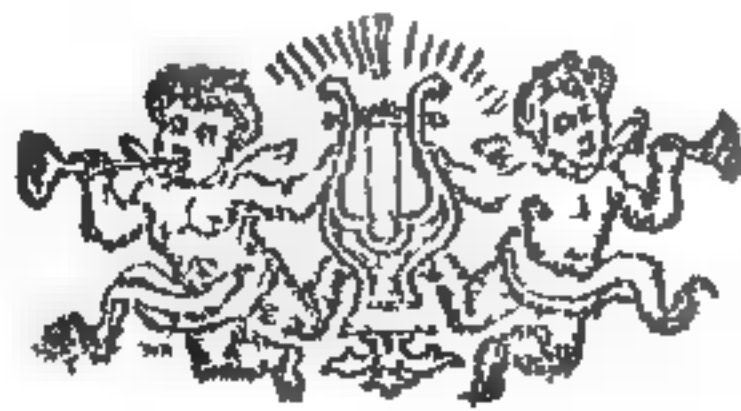
উড়ন্ত পাখী।

—— ১

কেরে তুই, কেরে তুই
বায়ুর সাগর মাঝে
আনন্দে সাঁতারি যাস্ ?
হৃদয়ে কি সুখ রাজে।
দিবা দ্বি প্রহর এবে,
স্তব্ধ, শ্রান্ত প্রাণীকুল,
প্রখর রবির তাপে
দেখি না তোরে আকুল
প্রেমের ভাজন তোর
আছে কিরে নভঃপরে ?
তাই অবহেলি তাপ,
মরিস খুঁজিয়ে তারে ?

উঠিলি অনেক ঊর্দ্ধে,
এবে তোরে চেনা দায়,
সুধাই মিনতি করি,
কি খুঁজিস নীলিমায় ?
আকুল, অশ্রান্ত প্রাণে
নাড়িস দুখানি পাখা,
হর্ষ প্রকাশিস্ একি ?
পাবি কিরে তাঁর দেখা ?
আবার উঠিলি ঊর্দ্ধে,
মিশিলি মেঘের গায়,
বুঝেছি খুঁজিতে দেবে,
ধাস্ তুই নীলিমায়।
দেবতা লুকায়ে যদি
থাকে মেঘ-আলয়েতে,
তাই কি খুঁজিতে সেথা
ধাস্ আকুলিত চিতে ?
তাই কিরে অঙ্গ তোর
মিশালি জলদ-গায় ?
জানিতে বাসনা মোর,
তুই কি দেখিস্ তাঁয় ?

ওকি দেখি, ফিরি পুনঃ
আসিলি যে মেঘ হতে ;
আবার ঘুরিস কেন
সেই শান্তিহীন চিত্তে ?
তোর আচরণে পাখি,
মোর বড় হাসি পায়,
প্রেমশান্তি হারা হলে,
নাহি কেহ পায় তাঁয়।
আমিও চেয়েছি তাঁরে
সারাটি জীবন ভরে,
(কিন্তু) চাহিনা উড়িতে নভে
কভু তাঁরে খুঁজিবারে।
জানিস্, জানিস্ পাখি,
সাধিবারে এ সাধনা,
এই ক্ষুদ্র গৃহ হতে
এক পদ নড়িব না।
তুই যোর দিবারাতি
অনন্ত নীলিমা গায়,
আমি যদি এক মনে
সতত জপিরে তাঁয়,

দেখিবি আমার কাছে
আসিবেন দয়াময়,
তাঁহারে খুঁজিতে নাহি
দেশান্তরে যেতে হয়।
ব্রহ্মময় বিশ্ব যদি,
তবে কেন দেশান্তরে
ধাইব পূজিতে দেবে ?—
এ হীন বুঝিতে নারে
জানি আমি যদি হয়
পরিপূর্ণ এ সাধনা,
গৃহেই পাইব দেবে
অন্যথা তো হইবে না।

ঘুমায়োনা আর।

ঘুমায়েছ কত কাল,
ববিব কিবণ জাল
পশ্চিম গগনে এবে, কত শোভা তার।
ঘুমায়োন আব।
নাহি লজ্জা, নাহি ভয়,
মায়ে সবে "দাসী" কয়!
তবুও ঘুমায়ে আছ তোবা কুলাঙ্গার!!
ঘুমায়োনা আব
সন্তান কামনা কবে
শোকদুঃখ নাশিবারে,
তবে কেন মাতা আজ ফেলে অশ্রুধার?
ঘুমায়োন আর
দেখিছ না সর্ব্বনাশী
দুর্ভিক্ষ ফেলিছে গ্রাসি
সুজলা সুফলা শ্যামা ভাবত সোণার!
ঘুমায়ো না আর।

শোন না   অবনী ভ'রে
সকলে ধিক্কার করে।
এখন কি বেলা আর আছে ঘুমাবার?
ঘুমায়োনা আর
ভূমিকম্প, মারীভয়,
উপেক্ষিয়ে সমুদয়,
কেমনেতে দাস হলে তোমরা ি জ্রাব?
ঘুমায়োনা আর
এ মহান কর্ম্মযুগে
সকলে উঠেছে জেগে,
তোমাদেরে ঘেরে আছে অজ্ঞান আঁধার।
ঘুমায়োনা আর।
নিজ দেশে পরবাসী!
দাসত্বের অভিলাষী!
কি ছিলে, কি হলে! ভেবে দেখ একবার;
ঘুমায়োনা আর
অত্যাচারে অবিচারে
গেল দেশ ছারে খারে!
কারো কি শকতি হায় নাহি জাগিবার!
ঘুমায়োনা আর।

চেয়ে দেখ মাতৃগণ
অন্ধকারে নিমগন।
শোন না রোদনধ্বনি বাল বিধবার!
ঘুমায়োনা আর।
সবল দুর্ব্বল' পরে
কত অত্যাচার করে,
কত পাপ, কত তাপ সমাজ-মাঝার।
ঘুমায়োনা আর
সাহসে বাঁধিয়া বুক,
তেয়াগিয়া স্বার্থসুখ,
পর উপকারে হৃদি ঢাল একবার;
ঘুমায়োনা আর
থেকো না বধির হ'য়ে,
দেশহিতে দেও হিয়ে,
মরণেরে কর এবে উপাস্য সবার;
ঘুমায়োনা আর।
মৃত্যুকে যে করে ভয়,
তারি মৃত্যু আগে হয়,
জাতীয় জীবনে "মৃত" নাম লেখ তার,
ঘুমায়োনা আর।

কেন না পারি মিশিতে ?

—.০.—

আমি কেন পারি না মিশিতে
জগতের আনন্দ শোভায় ?
কেবলি বিষাদ ভরে চাহি শুধু খুঁজিবারে
প্রত্যেক কারণ বিন্দু বিভল হিয়ায় !
করিতেছে বিশ্ব কলরব
প্রতিধ্বনি তুলি আকাশেতে,
আমি কেন মূকমত নীরবেতে "জ্ঞানত",
কাটাই সুদীর্ঘ দিন দুঃখ হতাশেতে ?
আমি কেন পারি না মিশিতে
জগতের সকল কাজেতে ?
মহান্ পদার্থ-তরে কত জনে কত করে,
পারি না সবার সাথে কেন যোগ দিতে ?
সংসারের মানব চরিত্র
আমি কেন পারি না বুঝিতে ?

প্রত্যেক হৃদয় মাঝে কি গীত নিয়ত বাজে,
সে সব কিছুই কেন না পাই শুনিতে ?
ওরা হাসে, কত কথা কয়,
আমি থাকি নীরবে শুনিতে ;
উহাদের সুখ দুখ প্রেম পরিপূর্ণ মুখ
বিদেশীয় ভাষা সম পশে না হৃদিতে !
অনুগ্রহ করি কেহ আসে
আমার সাধের কুটীরেতে ;
কেহবা অবজ্ঞা করে চলে যায় ঘৃণা ভরে,
ইহার কারণ কিছু পারি না বুঝিতে
হই আমি অবাক্ হেরিয়া
নিখিলের বিস্ময়-ব্যাপার ;
এক রক্ত এক মাংস, সব দেবতার বংশ,
কেন এক পূজ্য, অন্য ঘৃণ্য সবাকার !
সবিস্ময়ে নয়ন মিলিয়া
যাহা আমি হেরি এ জগতে,
নিতান্ত বিষাদ ভরে চাই অর্থ খুঁজিবারে,
তাইতো সবার সাথে পারি না মিশিতে।

—:○:*—

কি দোষ আমার ?

—— ০ ——

কেন দোষ আমারে সবাই ?
আমি তাহা পাই না খুঁজিয়া ;
তোমাদের মুখ চাহি তাই
মুগ্ধ নেত্রে অবাক্ হইয়া ।

এ ধরণী শোকদুঃখে মাখা,
বহে হেথা স্বার্থের বাতাস
তাইতো নয়নে আসে মোর
অশ্রুবিন্দু আর দীর্ঘশ্বাস ।

তাই আমি একেলা বসিলে,
কত চিন্তা আসে অলক্ষিতে ;
দুশ্চিন্তা বারিদদল এসে
আঁধারিয়া বসে হৃদয়েতে ।

কে দেখেছে হেন জন হেথা,
অশ্রু নাই নয়নে যাহার,

কবেনি যে ক্ষণেকের তরে
কোন দিন দুঃখে হাহাকার ?
চাহি না কিছুই কারো কাছে,
শুধু করি প্রার্থনা চরণে,—
আসিও না অনুগ্রহ করে
আমার এ বিশ্রাম ভবনে।
পোড়া বিধি পাঠায় মানবে
কাঁদাবারে দুঃখপূর্ণ ভবে ;
যত দিন থাকিব হেথায়,
কাঁদিয়াই চলে যাব তবে।

সকলি মঙ্গল।

—০

হাসির জগত খানি মোরা
কেন হেন বিষাদে মাখাই ?
মানবের এ দুবাকাঙ্ক্ষার
হায় কিগো পরিমাণ নাই !

কুসুমেতে কীট আছে, থাক্,
হবে বল কি লাভ দেখিয়া ?
মোরা শুধু আনন্দ লভিব
মনোহারী সুবাস শুঁকিয়া।

কোথা কোন হৃদয়ের তলে
ক্ষুদ্র এক দুঃখ রহিযাছে,
সুখশান্তি ভুলিয়া যাইয়া,
তাহার ভাবন কেন মিছে ?

মানবের প্রয়োজন যাতে,
বিধি তাহা দিলেন সকলি,
মনগড়া অভাব সৃজিয়া,
দুঃখ পাই আমরা কেবলি !

বসন্ত চলিয়া যাবে, যাক্,
কেন তাহে নিন্দি বিধাতায় ?
বসন্তের আনন্দের তরে
ধন্যবাদ দিই দেবতায়।

প্রিয় জন ছেড়ে যায় বলে,
নর সব ব্যথিত অন্তর,
জানেনাকো, মৃত্যু না থাকিলে
জীবন কি হইত দুর্ভর।

এ জগতে হতেছে যে কাজ,
সবি তাহা মঙ্গলের তরে ;
ক্ষুদ্রদৃষ্টি আমরা সবাই,
তাই মরি হাহাকার করে

এ জগতে দুঃখদৈন্য নাই ;
শুধু নিজ করমের ফলে
এক বস্তু অন্য রূপ হেরি,
দুঃখ পাই আমরা সকলে

তিনি নিজে পরম মঙ্গল,
যাঁহার সৃজিত ভূমণ্ডল ;
তাইতে নিশ্চয় জেনো মনে,
এ জগতে সকলি মঙ্গল

—— ০ ——

কোথায় মরণ ?

অনন্ত উদারচেতা
কোথায় মরণ তুমি ?
ডাকিতেছি কাতরেতে
অভাগা অধম আমি।
তুমিতো মানব-সম
নিঠুর সঙ্কীর্ণ নও,
বুকভরা ভালবাসা,
মঙ্গলস্বরূপ হও।
অধম, দরিদ্র, দীন
সবে তব স্নেহ পায়,
গলিত আতুর পঙ্গু
বঞ্চিত না হয় তায়
যাহারে অবজ্ঞা করি
সকলে ফেলিছে ঠেলে,

অনন্ত অসীম স্নেহে
তারে তুলে লও কোলে।
সবে দেয় শাঁপ, গালি,
ভ্রূক্ষেপ কর না তায়;
নিষ্কাম নিস্পৃহ হয়ে
আছ মগ্ন তপস্যায়।
বুলায়ে ও কমকর
রোগীর যাতনা হর,
শ্রান্ত ক্লান্ত ভ্রান্ত জীবে
অতি স্নেহে কোলে কর
অধম তাইতো ডাকি,
এস কাছে দয়াময়;
সংসার কুলিশাঘাতে
বিচূর্ণিত এ হৃদয়।
নাই রোগ শোক যথা,
চির আনন্দের দেশ,
সেখানে লইয়া যাও
আজি মোরে হৃদয়েশ
সংসারের শত দুঃখে
অটল পাষাণ প্রায়

দাঁড়ায়ে আছি যে আমি,
সে তোমারি মহিমায়
তোমারি স্নেহের কোলে
জানি আমি একদিন,
অবশ ব্যাকুল প্রাণ
ধীরে ধীরে হবে লীন।
তাইতো মুগ্ধের মত
সদা আমি চেয়ে থাকি
কোথায় মরণ, এস,
সে দিনের কত বাকী ?
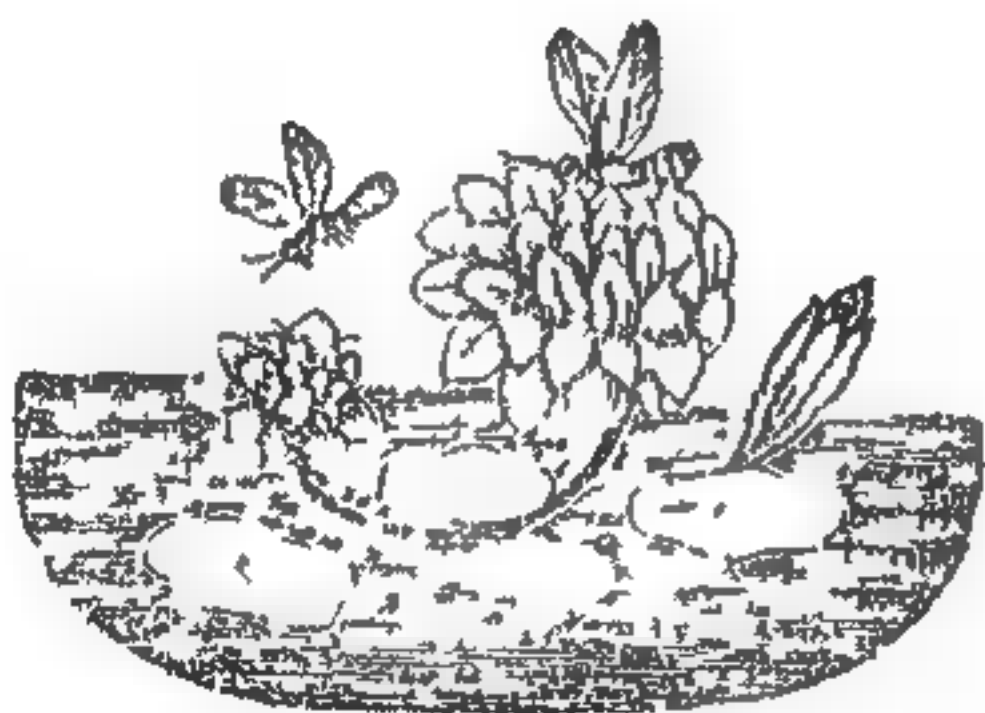
জীবন্ত পুতুল।

—— c ——

সে যে এক জীবন্ত পুতুল,—
শত জন্ম-পুণ্যফলে
শত তপস্যার বলে
এসেছে প্রভাত কালে হয়ে অনুকূল
তারি অভ্যর্থনা তরে
ঊষাবালা ত্বরা করে
প্রস্ফুটিত করেছিল কুসুম, মুকুল;
সে আসিবে ধরা'পরে
শুনে তা, মধুর স্বরে
গেয়েছিল আগমনী কলকণ্ঠকুল;
প্রভাত সমীর ধীরে,
বলে ছিল সব নরে—
"মর্ত্ত্যপুরে আসিবেক স্বরগের ফুল!"

সে যে এক জীবন্ত পুতুল!
তিন মাস দিন ছয়
আসিযাছে নরালয়,
আজিও সে নিরন্তর নিদ্রায় আকুল;
সে জানেনা দিবানিশি,
অশ্রু, প্রীতি, স্নেহ, হাসি,
সকলি অজানা, মেয়ে বেহুঁস বেভুল।
(তবু) সমস্ত মানবগণ
ছুটে আসে অনুক্ষণ
তার কাছে, মধুলোভে যথা অলিকুল,
হাসির বাজার বসে
সে যখন উঠে হেসে,
ক্ষুদ্র হৃদয়েতে তার কি শক্তি অতুল!
এ কেমন জীবন্ত পুতুল!!
তাহার অঙ্গের বাসে
সমস্ত জগৎ হাসে,
শরমে ঝরিয়া পড়ে সেফালি, বকুল;
তার সেই উঁঙা স্বরে
আহা কি সঙ্গীত ঝরে!
সমস্ত জগত-মাঝে কোথা তার তুল?

ত্রিদিবের শশধর
বিরাজিত মুখ'পর,
দেখিলে দ্রবিত হয় ঋষি মুনিকুল
বিধাতা করুণা করে
পাঠায়েছে ধরা'পরে
তাহারে, "আমার" ভাবা আমাদের ভুল।
সে যে এক জীবন্ত পুতুল ;
সারাদিন চেয়ে থাকি,
মুগ্ধ অনিমেষ আঁখি,
তবু ও অন্তরে থাকে অতৃপ্তির হুল।
নিয়ে গেছে স্নেহ, প্রীতি,
নিয়েছে কবিতা, স্মৃতি,
কাড়িয়া নিয়াছে মোর হৃদয়ের মূল ;
যখন যেখানে যাই,
দণ্ডপরে দেখে যাই,
আমারে করিল সে যে কলের পুতুল।
ও ছাড়া জগৎ শূন্য
সবি লাগে অসম্পূর্ণ,
ধন্য তোর শক্তি, আর মহিমা অতুল !!

—— o ——
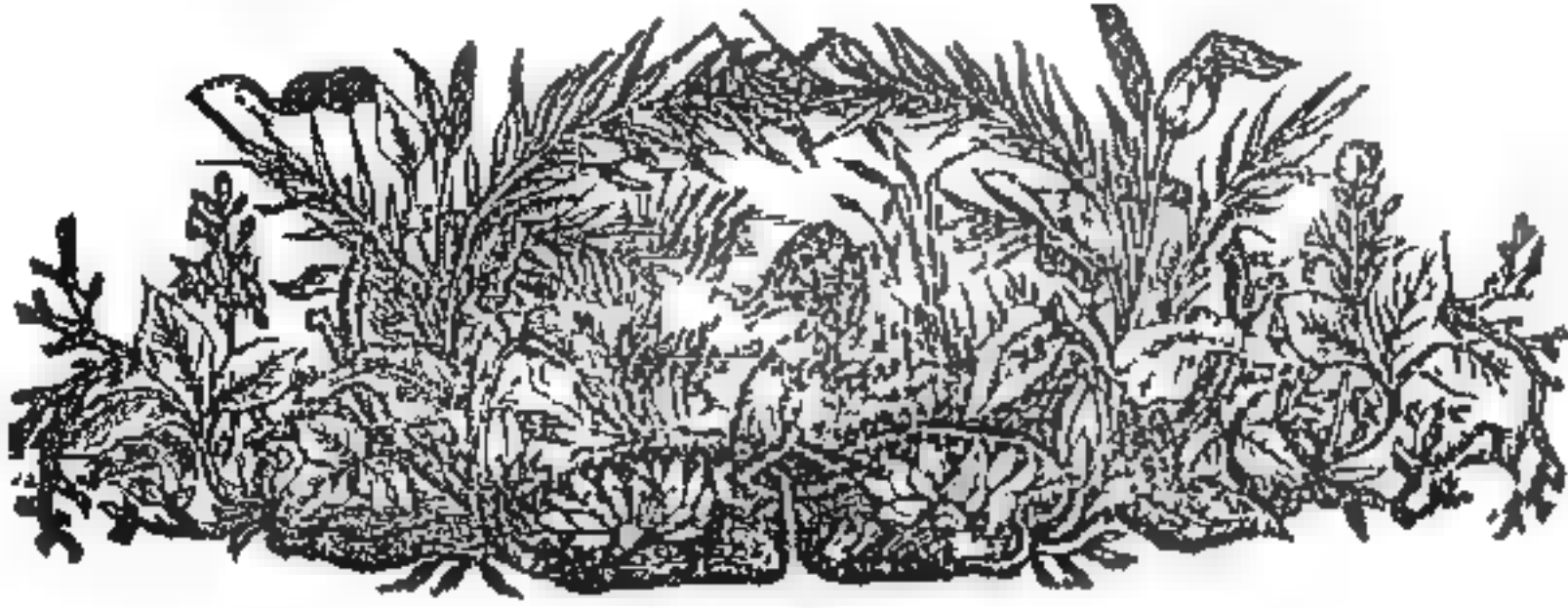
প্রাণপ্রতিমা।

—o—

কি হস্ আমার তুই,
বলিতে পাইনা ভাষা ;
তোতে মোর স্নেহ, প্রীতি,
তোতেই সকল আশা
কঠোর সংসার আজ,
তোরি লাগি ফুলে গড়া,
তোরি তরে সর্ব্বস্থান
শারদ জোছনা-ভরা
দু একটী সাধ জাগে
তোরি তরে অন্তস্তলে,
তোরি লাগি আশারাণী
গান গায় হৃদিতলে।

তোরি লাগি পিকবধূ
মধুর পঞ্চমে গায়,
তোরি তরে তরঙ্গিণী
দুকূল উছলি যায় ;
সবি শোভা স্নেহময়,
ওই রাচি মুখ হেরে,
মরতে অমরালয়
তুই যে দেখালি মোরে
কেমনে উদাস প্রাণে
ঢালিলি অমৃতধারা,
মরুতে ছুটিল বান,
ভেবে হই আত্মহারা !
চাহিয়াছি চিরদিন,—
না পাইনু সুখ কোথা,
সর্ব্ব সুখ তুই মোর,
ঘুচে গেছে মনোব্যথা।
চাহিনা সে কাশী, গয়া,
কি কাজ স্বরগে মোর ?
সহস্র স্বরগ হয়
কোমল মুখটী তোর।

যত দেখি, দেখিবারে
আরো প্রাণে সাধ যায়,
ত্রিদিবের পুষ্পকলি,
আয় আয় বুকে আয়।
আয় মা ঊষার আলো,
অফুটন্ত জুঁই ফুল,
ও মুখে হেরিলে হাসি
ধরা হয়ে যায় ভুল।
ও মুখে হেরিলে হাসি,
আমি কি আমার থাকি ?
অসীম উচ্ছ্বাসে তাই
তোরে বুকে চেপে রাখি।
সিত-পক্ষ শশী-সম
হও নিতি অগ্রসর,
চিরজীবি হয়ে থাক
পেয়ে দেবতার বর।
বিভু পদে যোড় করে
শুধু এই ভিক্ষা চাই,
তোর হাসি মুখ দেখে
যেন সুখে মরে যাই।

লজ্জাশীলা।

—— ০ ——

যখন সে কাছে আসে, আমি যেন যাই মরে ;
সুধাইলে স্নেহকথা, ভয়ে না বচন সরে!
অনিমিখে চেয়ে দেখি সে যখন চলে যায় ;
তাহারি উদ্দেশে কত কথা বলি নিরালায়।
জিজ্ঞাসিতে কত কথা মনে মোর সাধ করে,
বলিতে পারি না তাহা দারুণ লজ্জার তরে
অনিন্দ্য মোহন মূর্ত্তি সদাই দেখিতে সাধ,
অথচ আসিলে কাছে, কে জানে কি সাধে বাদ!
হৃদয়ের প্রতি স্তরে তাহারি সঙ্গীত ঝরে,
জানে না সে স্বপনেও,—এত ভালবাসি তারে
নিঠুর পাষাণ বলি, সে যায় চলিয়া দুঃখে,
জানে না শীতল জল বালুময়ী ফল্গু বুকে!
দেখি তারে লাজে মরি, না দেখি কাতর হই ;
আমার এ ভালবাসা কেমনে প্রকাশি কই ?

25th Dec, 99

——.০ ——

এ কবিতাটীর শিরোনাম নাই।

—— o ——
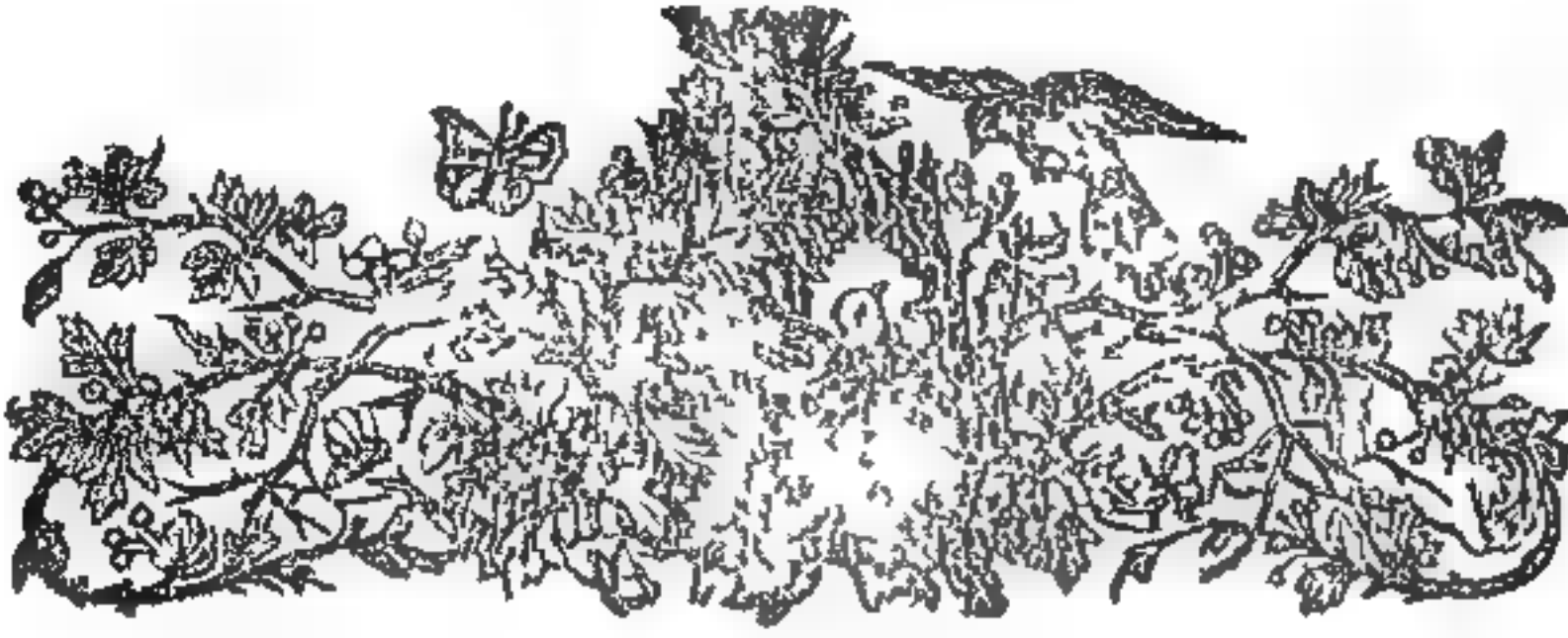
সংসার কুলিশাঘাতে পরাণ হয়েছে ক্ষীণ।
তুমিতো করুণাময়, তাই ডাকি দীন হীন।
সুবর্ণের হার বলি ভুজঙ্গে পরিনু গলে,
(বারেক না ভেবে দেখি) এবে যে পরাণ জ্বলে।
উন্মত্ত পিয়াসা তরে মরীচিকা পানে ধাই;
শ্রান্ত ক্লান্ত সর্ব্ব দেহ, পিয়াসার তৃপ্তি নাই।
অসম্পূর্ণ রহিয়াছে জীবনের যত কাজ,
বিহরে অতৃপ্তি তাই হৃদয় আকাশ মাঝ
একটুকু হাসি যদি অধরের প্রান্তে আসে,
অমনি শুকায়ে যায় কর্ত্তব্যের পরিহাসে
উৎসাহ, বাসনা, আশা সকলি ফুরায়ে গেছে,
অর্দ্ধমৃত ভগ্ন প্রাণ জানি না কেন বা আছে!

তাইতো তোমায় ডাকি বিশ্বপিতা বিশ্ববন্ধু,
অধম সন্তানে তব লও কোলে দয়াসিন্ধু।
প্রবাসী সন্তান তব আজি অবসন্ন হয়ে,
বিশ্রাম প্রার্থনা করে, যাও তারে কাছে নিয়ে।
অথবা, অথবা যদি তাহার থাকে গো কাজ,
অনুরূপ শক্তি তারে দাও গো হৃদয়রাজ।
গাহিবারে তব নাম হৃদয়েতে দাও ভক্তি,
করিতে বিশ্বের সেবা দাও গো দেহেতে শক্তি।
কি সম্পদে, কি বিপদে, কাছে থাকি সর্ব্বদাই,
বল তারে, "আমি আছি, ভয় নাই ভয় নাই।"

4th May, 00.

থাক্, তবে থাক্।

পত্রাচ্ছন্ন ফুলটীর মত
নীরবে গোপনে,
হৃদি মোর রয়েছে গোপিত
নিতান্ত বিজনে
সংসারের মহাকোলাহল,
শোক, দুঃখ, ভয়,
ভেদি মোহ, সঙ্কীর্ণতা, আশা,
সুখ, স্বার্থচয়,
কখন তো দেখিনি গো আমি
এদের ভিতরে
ফুল মোর কি রূপেতে বাজে,
বৃক্ষের মাঝারে,—
ফুটেছে কি, কিম্বা রহিয়াছে
এবে অফুটিত,
দুর্গন্ধি, কি সুগন্ধিই হয়

সুধা বিনিন্দিত।
কিছুই জানি না আমি, তবু
সদা সাধ যায়,—
উপহারি হৃদিটী আমার
জগতের পায়।
দেখে নাই মোর এ হৃদয়
একটি মানবে,
সোঁকে নাই সুবাস তাহার
কেহ এই ভবে।
তাই ভাবি, মানব সম্মুখে
উন্মোচিলে তারে,
শেষে যদি অবহেলা আর
অনাদর করে ;
থাক্ তবে, কিছু কাজ নাই,
আপন আসনে
হৃদয়টি বসে থাক্ মোর
আপনার মানে ;
বাহিরের শোক, তাপ, ভয়
অপূততা আর
পারিবে না আসিবারে কভু

নিকটে তাহার ;
নিজ গর্ব্বে গরবিত হয়ে
এরূপে বিজনে
থাক্ থাক্, চিরদিন থাক্
হৃদিটি গোপনে।

একি কারাগার ?

আবরি মহীর কায়
উপরে নির্ম্মল নীল অনন্ত আকাশ,
নিম্নে ঘন বনরাজী,
তুঙ্গতম শৈল শ্রেণী, মানব আবাস,
পার্শ্বেতে দিগন্তব্যাপী
উদ্বেলিত উচ্ছ্বসিত ভীম পারাবার।
ভূকম্পন, বজ্রাঘাত
মুহূর্ত্তেক মধ্যে করে জীবের সংহার ;
রোগ, শোক দুর্ঘটনা

বিস্তারি সহস্র কর গ্রাস্থক আসিয়া
এ ধরার স্নেহ প্রেম
* * * * * (১)
* * * * *
তবুও থাকিতে হবে
যতদিন কাল পূর্ণ না হবে তাহার
তাইতে বিরলে বসি
ভাবি আমি মনে, মনে একি কারাগার ?

আয়, ফিরে আয় !

কোথা যাস্, কেন যাস্, কি পোড়া তৃষায় ?
ও যে শুধু মরীচিকা, আয়, ফিরে আয়।
স্বপনে ভাবিলি সত্য কার ছলনায় ?
ও যে আলেয়ার আলো, হায় হায় হায় !
মণিলোভে হাত দিস্ ফণীর মাথায় !
মরিবি, মরিবি শেষে দংশন জ্বালায় !!
ও যে গো জীবন্ত আগি, সুখ শোভা নয়,
সর্ব্বস্ব পুড়িবে, প্রাণ হবে দুঃখময়

১) এই স্থানে দুই পংক্তি এত অস্পষ্ট যে, পড়িয়া উঠা যায় না।

ওনয় অমৃত বাশি, কালকূট বিষ,
জ্বলিবে, পুড়িবে প্রাণ শেষে অহর্নিশ।
যাহারে অর্পিছ আজ প্রাণমন-হিয়া,
সে দলিবে পায় শেষে, সুবাস হরিয়া।
জীবনের যত সার সকল নাশিয়া,
ত্যজিবে বারণ-ভুক্ত কপিথ করিয়া।
দেবভোজ্য সুধা দেও পিশাচ চরণে,
জাননা অভাগী শেষে মরিবে পরাণে!
যা হবার হয়ে গেছে, কি কাজ কথায়?
এখনো, এখনো তুই আয়, ফিরে আয়!

বিধবা।

—:•:

কতদিন হল গত, আজিও হৃদয়ে
বাজিতেছে সেই স্বর,—"যাই তবে প্রিয়ে!"
কত দিন কত মাস যায়,
আমি তাঁর ডাক প্রতীক্ষায়
রাখিয়াছি এ হত জীবন।
যাত্রাকালে বলেছে বচন,—

"যাই, কিছুদিন পরে আবার উভয়ে
মিলিব স্ববগে, অশ্রু কি কাজ বর্ষিয়ে ?"
এ কয়টি কথা মোরে আজিও মরতে
রাখিয়াছে সঞ্জীবিত, থেকে হৃদয়েতে ;
দুর্ব্বহ এ মহা শোকভার
সহিতেছি কথায় তাঁহার,
তার বাক্য বেদসম জানি,
তার আজ্ঞা দেবাদেশ মানি,
সেই তো দেবতা জানি বাল্যকাল হতে,
রক্ষক, শিক্ষক, বন্ধু, সাথী সংসারেতে।
কতদিন হেন রূপ বাসন্তী উষায়,
আদরেতে কত যত্নে বলেছে আমায়,—
"দেবি, তুমি এসেছ মরতে
অভাগার ব্যথা নিবারিতে,
নাহি জানি, কত পুণ্যফলে
তোমায় পেয়েছি ধরাতলে,
সুখে দুঃখে গৃহলক্ষ্মী গৃহেতে সদায়
আলোকিয়া থাক তব তপের প্রভায় "
হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেলে, হৃদয়-আধার,
সঙ্গিনী তো নাহি দেব করিলে তোমার!

কেন সে যে নিঠুর-মতন
দেখিল না ফিরাযে নয়ন।
দয়ামায়া মমতায যাব
ছিল পূর্ণ হৃদয-ভাণ্ডার,
কেন আজ্ হল তার পাষাণ অন্তব ?
এত ডাকিতেছি, তবু না দেয উত্তর।
না না, ভ্রম মোর, নিঠুর সে কভু নহে,
শৈবাল-সরসে পদ্ম কেমনে বা রহে ?
রবি নাহি উদে রজনীতে,
জলাশয় আছে কি মরুতে ?
ধূলিমাটি-পূর্ণ এ জগতে
তবে সেই বল কেমনেতে
রহিবেক চিরদিন ? কার প্রাণে সহে,—
ফুলটি শুকাবে খর রৌদ্রতাপে রহে ?
সাধিতে সাধিতে যবে মানস আমার
দগ্ধ স্বর্ণ প্রায় হবে বিশুদ্ধ আকার,
ভেদাভেদ সব ভুলে গিয়ে
স্বার্থহীন ভালবাসা দিয়ে,
যবে আমি এ জগৎ-জনে
স্বজন ভাবিব নিজ মনে,

নভঃসম হলে হৃদি অনন্ত উদার
দূরে গেলে মায়ামোহ, হিংসা, দ্বেষ আর,
যোগ্য হবে তবে তা'র আমার এ চিত্ত,
দুই জনে পরে মোরা হইব মিলিত
অন্যথায় দেব অধিষ্ঠান
হয় কিগো অভক্তের মন ?
দীর্ঘব্যাপী আমার জীবন
হলে ক্ষয় তপস্যা কারণ,
একদিন হেনরূপ বাসন্তী নিশায়
আসি দেব দেবরথে, নিবে মোরে তায়।

—o—

তিরস্কারাধিক।

o—

দিছিল প্রকৃতি সতী
পূর্ব্বে এর হৃদিটিতে
এক বিন্দু ক্ষুদ্র জ্যোতিঃ
গম্য পথ আলোকিতে।
জ্যোতিঃ বিন্দু হারাইয়ে,
আসিযাছে ছুট দিয়ে
নিকটেতে তোমাদের,

বড় আশা এর মনে,
তোমরা পরাণ-পণে
জ্যোতিঃ দিবে হৃদে এর।
সর্ব্বস্ব হারাইয়ে,
অবশ হৃদয় নিয়ে
দাঁড়াইছে ভয়ে ভয়ে
তপ্ত অশ্রু বিসর্জ্জিয়ে;
ম্লান মুখ, স্মৃতিশত
দংশিতেছে অবিরত।
পরাণ মাঝারে হায়;
হৃদয়ের কি যাতনা,
কারে জানাবে এখন.
সবে উপহাসে তায়।
এমন কি নাই কেহ?
মুছাইবে আঁখিজল,
করিয়া অসীম স্নেহ
বরষিবে শান্তিজল?
কর্ম্মদোষে এর প্রায়
তোমরাও যদি হায়
এইরূপে একদিন—

নবোচিত চাপল্যেতে
ব্যথা পাও কোন মতে,
স্মরি মনে সেই দিন,
আপন আঁচল দিয়ে
করুণ স্নেহের ভরে
দেও আঁখি মুছাইয়ে,
কোলে তুলি যত্ন করে
এই স্নেহ ব্যবহারে
তখনি, তখনি এরে
অনুতাপ এসে দ্রুত
বৃশ্চিক দংশন মত
দংশিবেক অবিরত ;
অন্য তিরস্কার যত
হীন এর চেয়ে কত

সূর্য্যমুখী।

দিন রাত ভেদ নাই,
অবিশ্রান্ত এক ভাই
অনিমিখে পূর্ব্ব দিকে কেন তুলে আঁখি ?
ভুলিয়া বারেক তরে
চাহ না কাহারো পরে,
কি অনন্ত সুখ পাও দিনেশে নিরখি ?
জীবন কর্ত্তব্য তব একি সূর্য্যমুখি ?
বিরহের ব্যাকুলতা,
মিলনের সুখ-কথা,
কিছুই বল না তুমি মহাশ্চর্য্য একি ?
চাহনাকো প্রতিদান,
নাই মান, অভিমান,
মন কথা কয় বুঝি আঁখি সনে থাকি।
নীরব প্রণয় তব একি সূর্য্যমুখি ?

জীবন, যৌবন ঢেলে
দিচ্ছ যার পদতলে,
তারতো ভ্রূক্ষেপ নাই আকাশেতে থাকি
দেখে না বারেক ভুলে
তারে কে "আমার' বলে,
তোমার এ প্রেম যেন যায় সে উপেখি ;
তবু মুখে থাক চেয়ে, একি সূর্য্যমুখি ?
কেমন নির্লজ্জ মেয়ে।
তবু তার পানে চেয়ে
প্রত্যাখ্যান, অপমান সকল উপেখি ;
"জগতের হিত তরে
মোর প্রিয় প্রাণ ধরে,
কেমনে আমার হবে ?" তাহাই ভাব কি ?
স্বরগের প্রেমরাশি একি সূর্য্যমুখি ?
মন খোলা, প্রাণ খোলা,
আপনা, জগৎ ভোলা,
সুখদুঃখে সর্ব্বকালে হয়ে পূর্ব্বমুখী,
জানি ন কেমন করে
থেকে দূর দূরান্তরে
না পরশি, সাধ পূরে শুধুই নিরখি ;

নিষ্কাম নিষ্ক্রিয় ব্রত একি সূর্য্যমুখি ?
আমব মানব, ছ'ই !
কিছু না বুঝিতে পাই,
বুঝি না, কি সুখ শুধু হলে মুখোমুখী ;
আমাদেব প্রাণ ঘিবে
স্বার্থ শুধু আছে জুড়ে,
আত্মহাবা হতে হেন আমবা পাবি কি ?
এ জগতে প্রেমগুরু তুমি সূর্য্যমুখি

—o—

ভুলিব তোমায় !

—:o:

ত্রিদিব নিবাসী তুমি,
এসেছে মবতে নামি,
ভাবি তাই দিবানিশি বিভল হিয়ায়,
সেই আমি, সেই আমি ভুলিব তোমায় !
ভুলিব তোমায় !
কেমনে ভুলিব হায় !
সে কি কভু ভোলা যায় ?
তোমাব কাহিনী গাঁথা সমস্ত হিয়ায় ;

ভুলিলে সে সব দৃশ্য,
জড়পিণ্ড হয় বিশ্ব,
প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড এই পলকে মিশায়।
জীবন থাকিতে কভু ভুলিব তোমায় ?
ভুলিব তোমায়!

মানবের প্রয়োজন
সাধিবারে অনুক্ষণ,
সকলি দিয়েছে বিধি এ নর ধরায়;
কিন্তু বড় দুঃখ এই,
হৃদয়ের দ্বার নেই,
হৃদয় না খোলা যায় বড় যাতনায়!
হৃদয়ের অন্তঃপুরে
নীরবে নীরবে ধীরে
* * * * *
কখনো কি এ অভাগা ভুলিবে তোমায়!
ভুলিব তোমায়!

বলনা ওকথা আর,
কার তরে হাহাকার
করে প্রাণ দিন নিশি পাগলের প্রায় ?

* এই স্থানে এক পংক্তি অতি অস্পষ্ট

কাহারে স্মরণ করি,
মরিতে বাসনা করি,
বজ্রাঘাত সহি বুকে কার তরে হায় ?
বিশ্ব যদি দলে পায়,
নহি তো কাতর তায়,
সহস্র আঘাতে প্রাণ ভাঙ্গিয়া না যায় ;
কিন্তু বাজে শেলসম
নিকটে আসিয়া মম
যবে বল,—"তুমি কি গো ভুলেছ আমায় ?"
যেদিন যাইব ফিরে,
দেখিও হৃদয় চিরে,
এ হৃদয় পরিপূর্ণ তোমারি কথায় ;
জানিনা, কেমন করে ভুলিব তোমায়
ভুলেছি তোমায় !
একি কথা হায় বিভু,
তোমায় ভুলিব কভু !
হৃদয়ে আনিতে নারি এই ধারণায় ;
প্রত্যেক ধমনী মাঝে,
তোমার মূরতি বাজে,
বহিছে ও নাম স্রোত শিরায় শিরায় ,

কেমনে, কেমনে তবে ভুলিব তোমায় ?
ভুলিব তোমায় !
শৈশবের ভালবাসা,
বাল্যের সে সুখ আশা,
জীবনের প্রেমপুণ্য, সাধ আকাঙ্ক্ষায়,
কেমনেতে যাব ভুলে ?
কোন্ মহামন্ত্রবলে
সমাজ সে সুখ স্মৃতি ভুলাবে আমায় ?
হরি হরি ! একি কথা, ভুলিব তোমায় !!

Seems to be unfinished

ঘুম-পাড়ানী ।

—— o ——

রবি ডুবেছে অনেক ক্ষণ, হয়েছে সন্ধে বেলা,
আযবে ঘুম সোণাব চোখে, আয়রে এই বেলা ;
আয়রে ঘুম, আয় ।
কেঁদে কেঁদে যাদু যে আমার হয়ে গেল সারা।
খুকুব ঘুম সন্ধে বেলা গিয়েছে কোন্ পাড়া ?
আয়বে ঘুম, আয় ।
সাবাদিন ধরে যাদু বুজেনি চোখের পাতা,
সন্ধে বেলা ঘুমের বেলা ঘুম গিয়েছে কোথা ?
আয়বে ঘুম, আয় ।
আয়বে ঘুম ছুটে চলে, আয়রে ঘুম তাডাতাডি,
গগনে উঠেছে চাঁদ, কত সহে দেবি ?
আয়রে ঘুম, আয় ।
এসে ঘুম সোণামণির চোখ জুড়িয়ে বোস্,
তবু যদি না ঘুমায় সে, তবে যাদুর দোষ ;
আয়রে ঘুম, আয় ।

এমন ঘুম কোথায় কেবা দেখেছে কোন্ দেশে ?
রাত হলেও নাহি আসে, খুকু কাঁদে রোষে ,
আয়রে ঘুম, আয় ।
আয়রে ঘুম ছাড়ি রোষ, ধরি তোর পায়,
খুকু আমার হয় না শান্ত, হল বড় দায় ।
আয়রে ঘুম, আয় ।
আসিলে তুই খুকুর চোখে স্বর্ণথালা ভরে,
মাণিকের ফল মূল দিব থরে থরে ;
আয়রে ঘুম, আয় ।
আয়রে ঘুম, খুকু আমার কেঁদে হল সারা ।
প্রবোধিতে নাহি পারি, এস করি ত্বরা ;
আয়রে ঘুম, আয় ।

16 Mai 1900.

কেন তুই ভাব ?

মা, আজ খেলতে ছিনু তটিনীর তীরে
একত্র হইয়া মোরা বালক সকল,
এমন সময় দূরে পাইনু দেখিতে
একটি কচ্ছপ আমি, দেখিয়া তাহারে

সত্বরেতে ধেয়ে গেনু তাহার সকাশে,
কূর্ম্ম দেখি, লোভ আর সম্বরিতে নারি,
হনন করিতে তারে উদ্যত হইনু
যখন জননি আমি, এমন সময়
যেন কেহ অন্তরের অন্তঃস্থল হতে
জলদ্ গম্ভীর স্বরে আমারে কহিল,—
"পার্কার, এমন কাজ করো না কখন,
নির্দ্দোষী এ প্রাণী, এরে কি ফল বধিলে ?
আপনার প্রাণ তব যথা অতি প্রিয়,
সেরূপ সবার জেনো থিওডোর তুমি।"
আর না উঠিল হস্ত, পড়িল খসিয়ে
হস্ত হতে প্রহরণ, গেলাম ফিরিয়ে
সতীর্থগণের কাছে বিষণ্ণ আননে,
খেলাধূলা আর কিছু ভাল না লাগিল।
ফিরে ফিরে মনে হয়, কেই বা বলিল,—
"পার্কার, এমন কাজ করোনা কখন।"
এ কি ঈশ্বরের বাণী মানব-অন্তরে ?
তাই যদি হয়, তবে জননি আমার,
হেন ভয়ঙ্কর কাজে কেইবা পূর্ব্বেতে
কেন করেছিল বল নিয়োজিত মোরে ?

বড়ই আশ্চর্য্য মাগো হয়েছি আজিকে,
দুইটি বিরুদ্ধ ভাব মানব-অন্তরে
কেন করে নিবসতি ? কি অর্থ উহার,
বুঝিতে না পারি, তাই এসেছি ছুটিয়ে
স্নেহময়ি, তব অই স্নেহের অঙ্কেতে
ছেদিবারে এই ঘোর সংশয় আমার।
কেবা নিবারিল মোরে গম্ভীর স্বরেতে,
"পারিবে এমন কাজ করোনা কখন।"
বল মাতঃ, কেবা তিনি ? যতই গো ভাবি,
ততই বিস্মিত হচ্ছে মানস আমার
না করিলে তুমি মোর সন্দেহ ভঞ্জন,
দুলিবে আমার প্রাণ সংশয়ে সতত

(18 Dec 97)